182. Jc. 84. 10%

পরমাত্মনে নমঃ।

প্রশ্নচতুষ্টয় এবং তদুত্তর

বিতরণার্থ

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল

২৫ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭০

কলিকাতা

[illegible] তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।

L.K.1:0

ভূমিকা।

চৈত্র মাসের সংবাদ লিপিতে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকেনা তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধি সাধ্যে লিখিলাম এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম যেহেতু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজন হিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ চারি প্রশ্নকে এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবেক ইতি ।।

।। সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট ।।

পরমাত্মনেনমঃ।

কোন একব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিএবং সর্ব্ব জনহিতৈষি জানিয়া চারিপ্রশ্ন,করিয়াছেন। তাহারপ্রথম প্রশ্ন এই যে " ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানি তৎ-সংসর্গি গড্ডরিকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত,হইতেছেন এতাদৃশ সাধু সদাশয় বশিষ্টসন্তান সকলেরসহিত সংসর্গযোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা " সংসার বিষ-য়াসক্তংব্রহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টংতংত্যজে দন্ত্যজং যথা "। উত্তর, কি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি তাঁহার সংসর্গী কি তাঁহার অসংসর্গী যে কোন ব্যক্তি স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাদের সহিত সংসর্গ ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ি ব্যক্তিদের যোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে এবং অন্যং শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। কিন্তু এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্ত কর্ম্মী উভয়েই স্বস্বধর্ম্মের লক্ষাংশের

একাংশও অনুষ্ঠান না করিয়া পরধর্ম্মানুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপকরে আর যদি তাহারমধ্যে ওই ভাক্তকর্ম্মী সেই ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে আপন অপেক্ষাকৃত নিন্দিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপজ্ঞান করে তবে সে ভাক্তকর্ম্মীর নিন্দা কেবল হাস্যাস্পদেরনিমিত্তে এবং পাপের নিমিত্তে হয়কিনা। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইকে যদি সমানরূপে স্বীকার করা যায় আর ঐ দুইয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুইব্যক্তি স্বস্বধর্ম্ম পালন না করে তবে দুই ব্যক্তিকেই তুল্যরূপে স্বধর্ম্মচ্যুত পাপী কহা যাইবেক তাহাতে যদি ঐ দুইয়ের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিয়া নিন্দা ও তাহার গ্লানি করে তবে সে এইরূপহয় যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে অন্ধকহিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ কহিয়া নিন্দাওব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষপাত রহিত ব্যক্তি সকলে ঐ ব্যঙ্গ কর্ত্তা অন্ধকে ও খঞ্জকে লজ্জাহীন এবং স্বদোষ দর্শনে অপারক জ্ঞান করিবেন কি না। যোগবাশিষ্ঠে ভাক্তজ্ঞানির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে যেব্যক্তি সংসার সুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী ইহাকহে সেকর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট অতএব ত্যজ্য হয়। সেই রূপ ভাক্ত কর্ম্মীর প্রতিও বচন দেখিতেছি। মনুঃ "শূদ্রান্নংশূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চসহাসনং। শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপিপাতয়েৎ"। অর্থাৎ শূদ্রেরঅন্ন গ্রহণ শূদ্রেরসহিত সম্পর্ক শূদ্রাসনে বসা এবংশূদ্রহইতেকোন দিব্যা শিক্ষা করা ইহাতে জ্বলন্তব্রাহ্মণ ও পতিত হয়েন। "উ-

দিতেজগতীনাথেযঃকুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। সপাপিষ্ঠঃকথংব্রূতেপূজয়ামিজনার্দ্দনং"। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর যেব্যক্তি দন্তধাবন করে সে পাপিষ্ঠ কিপ্রকারে কহে যে আমি বিষ্ণুপূজাকরি। \অত্রিঃ। " আসনেপাদমারোপ্য যোভুঙ্ক্তেব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ। মুখেনচান্নমশ্নাতিতুল্যংগোমাংসভক্ষণৈঃ"। অর্থাৎ আসনের উপরে পা রাখিয়া যে ব্রাহ্মণ ভোজনকরেএবংহস্তবিনাগবাদির ন্যায় কেবল মুখের দ্বারা ভোজন করে সে ভোজন গোমাংসাহার তুল্যহয়। "উদ্ধৃত্যবামহস্তেন যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ। সুরাপানেন তুল্যংস্যান্মনুরাহ প্রজাপতিঃ"। অর্থাৎ বামহস্ত করণক পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরাপান তুল্যহয় ইহা মনু কহিয়াছেন। অতএব জ্ঞান সাধনে কোন অংশে ত্রুটি হইলে সেসাধক ত্যজ্য হয় এমত যে জ্ঞান করে অথচ কর্ম্মানুষ্ঠানে সহস্রং অংশে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াও আপনাকে পবিত্র ও অন্যকে ত্যজ্য জানে সে স্বধর্ম্মচ্যুত ও স্বদোষ দর্শনে অন্ধকে কি কহিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশঃ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ত্যজ্যকহে তবে তাহাকেকি কহি। যদি একব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোয়ান গোলাব ও আতর এসকল জলীয় দ্রব্য সর্ব্বদা আহারাদি কালে ও অন্য সময়ে শরীরে মৃক্ষণ করে কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবনস্পর্শ করিয়া থাক

অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যাজ্য হও এরূপবক্তাকে কিকহাযায়। ও এক ব্যক্তি নিজে যবন ও ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যার অভ্যাস করে ও মনু মহাভারতাদির বচনকে সমাচার চন্দ্রিকা ও সমাচারদর্পণ যাহা সেব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছে লইয়া থাকে তাহাতে ছাপা করায় কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপাকরাইয়াছ সুতরাং স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যাজ্য হও তবে তাহাকে কি শব্দ কহিতে পারি। যদি একব্যক্তি শূদ্র স্বস্থানে ব্রাহ্মণকেদেখিয়া গাত্রোত্থান না করে ও স্বতন্ত্র আসন প্রদান না করিয়া আপনার আসনে বসাইয়া সেই ব্রাহ্মণের পাতিত্য জন্মায় কিন্তু সে অন্য শূদ্রকে কহে যে তুমি ব্রাহ্মণকে মাননা তবে তাহাকেইবা কিকহি। আর যদি একব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছ সেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায় দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনা পূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গকর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকেদেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সেব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়। বিশেষত দুই স্বধর্ম্মচ্যুতের মধ্যে একজন আপনার ত্রুটি স্বীকার ও আপনাকে সাপরাধ অঙ্গীকার করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে পবিত্র জানিয়া অন্যকে প্রাগল্‌ভ্য পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রাহিত্য দোষ দেখাইয়া ত্যাজ্য কহে তবে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়। যদি ধর্ম্ম

সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে পূর্ব্বোক্ত বচনসকল অর্থাৎ শূদ্রান্নগ্রহণ ইত্যাদি দোষে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণ ও পতিত হয়। ও সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ প্রক্ষালন করিলে সে পাপিষ্ঠের পূজাধিকার থাকেনা। আর আসনে পা রাখিয়া ভোজন করিলে গোমাংসভোজন হয় আর বামহস্তে পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরাপান হয়। এসকল নিন্দার্থবাদমাত্র ইহার তাৎপর্য্যএইযেশূদ্রান্নগ্রহণাদিকরিবেকনা। তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যোগবাশিষ্ঠের এইবচন। যেসংসার বিষয়েআসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে সে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য হয়। তাহাকে নিন্দার্থ বাদ না কহিয়া কিপ্রকারে যথার্থ বাদ কহিতে পারেন। সংসারের বিষয়ে আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গীকারকরা জ্ঞাননিষ্ঠেরজন্যে নিষিদ্ধ হয় ইহা কেন না ওই বচনের তাৎপর্য্য হয়। একথা যদি কহেন যে পূর্ব্ব২ বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাঁহার নিজের নিস্তার হয় না আর যোগবাশিষ্ঠের বচনকে যথার্থ বাদ না মানিলে জ্ঞানিদের প্রতি নিন্দা করিবার উপায় দেখেননা, তবে তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সুতরাং আমরা কি কহিতে পারি। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী লিখিয়াছেন তাহার অর্থ বিশেষরূপেসেই যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকান্তরের দ্বারা অবগত হওয়া উচিত তথাচ যোগবাশিষ্ঠে "বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদিসংকল্প বর্জ্জিতঃ। কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব"। অর্থাৎ

বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট মনেতে সংকল্প ত্যাগ আর বাহি- রেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর। অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয় ব্যাপার যুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছে দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছে যেহেতু মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন তাহাতে দুর্জ্জন খল ব্যক্তিরা বিরুদ্ধপক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎকহিবেন যে আসক্তি পূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন অর্থাৎ কহিবেন যে এব্যক্তি জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে তবে বুঝি যে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে যেমন জনকাদির রাজ্য শাসন ও শত্রুদমন ইত্যাদি বিষয় ব্যাপার দেখিয়া দুর্জ্জনেরা তাঁহাদিগকে বিষয়াসক্ত জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিত রূপে বর্ণন করিত ইহা পূর্ব্বেপূর্ব্বে ও দৃষ্ট আছে। এউদাহরণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে জনকাদির ও অর্জ্জুনাদির তুল্য এ কালের জ্ঞান সাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞানসাধকের বিপক্ষেরা তাঁহাদের মহাবল পরাক্রম বিপক্ষের তুল্যহয়েন তবে এ উদাহরণের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন আর

দুর্জ্জনের সর্ব্বকালেই স্বভাব এইযে কোনব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এই দুইয়েরি আরোপ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেখানেকেবল দোষেরি আরোপকরে আর সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয় অর্থাৎ দোষগুণ দুইয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বে গুণেরি আরোপ করিয়া থ কেন। ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির লিখিত যোগবাশিষ্ঠ বচনে প্রাপ্তহইতেছেযে যেব্যক্তি বিষয় সুখে আসক্ত হয় আর কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি সুতরাং সেত্যজ্য কিন্তু ইহাবিবেচনা কর্ত্তব্য যে ব্রহ্মনিষ্ঠ কদাপি এমত কহেন না যে ব্রহ্মকে আমি জানি অতএব যে এমত কহে সে অবশ্যই কর্ম্মব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট এবং ভাক্ত কর্ম্মিরন্যায় অধম হয়। কেনশ্রুতিঃ। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত মবিজানতাং"। অর্থাৎযাঁহারাব্রহ্মের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই কহেন যেব্রহ্মস্বরূপজ্ঞেয় আমা দের নহে আর যাঁহারা ব্রহ্মকে নাজানেন তাঁহারা কহেনযে ব্রহ্ম আমাদেরজ্ঞেয়হয়েন। তবে দুর্জ্জন ও খলে অপবাদদেয় যে তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানি কহিয়া অভিমান কর এপৃথক্ কথা। কোনএক বৈষ্ণব যে আপন বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করেনা ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াথাকে সেযদি কোন শাক্তের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্তশাক্ত কহে ও ব্যঙ্গ করে এবং কোন ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্ম্মা নুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহে কিন্তু আপনাকে ভাক্তবৈষ্ণব না মানিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনা

কাঙ্ক্ষী এবংসর্ব্বজন হিতৈষীবলিয়া অভিমানকরে তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া জানি বেন কি না। জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে সমান রূপে স্বীকার করিয়া এই পূর্ব্বের পঙ্‌ক্তি সকল লেখা গেল বস্তুতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান এদুইয়ের অত্যন্ত প্রভেদ যেহেতু কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠায়ী হইলেও জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে অপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্তি তাহার তুল্য ও সে হয়না। তথাচ মুণ্ডকশ্রুতিঃ। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরংযেষুকর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োযেভি নন্দন্তিমূঢ়াঃ জরামৃত্যুংতেপুনরেবাপিয়ন্তি"। অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞ রূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশীহয় ঐ বিনাশিকর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয়করিয়া জানে তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মজরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। "অবিদ্যায়াংবহুধাবর্ত্তমানাবয়ংকৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তিবালাঃ। যৎকর্ম্মিণোনপ্রবেদয়ন্তিরাগাৎতেনাতু রাঃক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে"। অর্থাৎ যেসকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহুপ্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে আমরা কৃতকার্য্য হই সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম্ম ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারে না অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্ম ফল ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। আর অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানির বিষয়ে ভগবদ্গীতা কহেন। " অর্জ্জুনউবাচ। অযতিঃশ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্যযোগসংসিদ্ধিংকাং গতিংকৃষ্ণ গচ্ছতি। কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিবনশ্যতি। অপ্রতিষ্ঠো

মহাবাহোবিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃপথি”। অর্জ্জুন কহিতেছেন যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষয়াসক্ত হয় সেব্যক্তি জ্ঞানফল যে মুক্তি তাহা না পাইয়া কি গতি প্রাপ্তহইবেক। সেব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ প্রযুক্ত দেবস্থান পাইলেক না এবং জ্ঞানের অসিদ্ধতা প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবেক কিনা। ভগবান্ কৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। “ভগবানুবাচ। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহিকল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাংলোকানুষিত্বাশাশ্বতীঃসমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাংগেহেযোগভ্রষ্টোভিজায়তে”। তথা। “তত্রতংবুদ্ধিসংযোগং লভতেপৌর্ব্বদেহিকং। যততেচ ততোভূয়ঃসংসিদ্ধৌকুরুনন্দন”। হে অর্জ্জুন সেই ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নরক হয়না যেহেতু শুভকারিব্যক্তির দুর্গতি কদাপি হয়না সেই জ্ঞান ভ্রষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মিদের প্রাপ্য যে স্বর্গ লোক সকল তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া শুচি ধনবান্ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম লয় পরে ঐজন্মেই পূর্ব্ব দেহাভ্যস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা মুক্তির প্রতি অধিকযত্ন করে। মনুঃ “সর্ব্বেষামপিচৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্যমৃতংততঃ”। এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরমধর্ম্ম কহা যায় যেহেতু সকল

ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যে আত্ম জ্ঞান তাহা হইতে মুক্তি হয় ।।

অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডরিকা বলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ইহার প্রয়োগ স্থান বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যেমন অগ্রগামী মেষ দেখিয়া পশ্চাতের মেষ ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া তাহার অনুগামী হয় সেই রূপ যুক্তি ও শাস্ত্র বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব ব্যক্তির ধর্ম্ম ও ব্যবহার অনুষ্ঠান যদি কোন ব্যক্তি করে তবে তাহার প্রতি ঐ গড্ডরিকা প্রবাহ শব্দের প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন। কিন্তুএস্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি এক এই যে বেদ ও বেদশিরো ভাগ উপনিষৎ তাহার সম্মত ও মনু প্রভৃতি তাবৎ স্মৃতি সম্মত এবং মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্র সম্মত আ-ত্মোপসনা হয় ইহা জানিয়া আর ইন্দ্রিয় ব্যাপ্য যে যে বস্তু এবং বিভাগ যোগ্য যে যে বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন ইহা যুক্তি সিদ্ধ জানিয়া অন্য অন্য নশ্বর মনঃকল্পিত উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্যেরদ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাকেশ্রদ্ধাকরে তাহারপ্রতি গড্ডরিকাবলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয় কি যেব্যক্তি এমত কোনো কল্পিত উপাসনা যাহা বেদ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্ব্বসম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন মতে প্রাপ্ত হয় না কেবল অন্য কেহ ২ করিতেছে এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহ

করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ যাত্রা ও সুবল সম্বাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয় তাহাকে পরমার্থ সাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এসকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রতি গড্ডরিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয় এদুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন আর ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানিরা এবং তাঁহার সংসর্গিরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়াছেন। উত্তর প্রণব গায়ত্রী উপনিষৎ মন্বাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগূঢ় হউক কি অনিগূঢ় হউক ইহারি প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু বেদ বিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তিন প্রভু এই সকলের সাধকেরা কোন শাস্ত্র প্রমাণে অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাসনা করি। ইতি।

ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে “যাঁহারা [illegible] স্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্বস্বজাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন তাঁহারদিগের তবে অনাদর পুরঃ

সর যজ্ঞ সূত্র বহন কেবল বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির ন্যায় বিশ্বাস কারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিদিগের স্কান্দ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বক্তব্য। " যথা। সদাচারো হি সর্ব্বার্হোনাচারাদ্বিযুতঃপুনঃ। তস্মাদ্বিপ্রেণসততংভাব্যমাচারশীলিনা। দুরাচাররতোলোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ। তথাচ সত্যংদানংক্ষমাশীলমানৃশংস্যংতপোঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্রনাগেন্দ্রসব্রাহ্মণইতিস্মৃতঃ। যত্রৈতন্নভবেৎসর্পতংশূদ্রইতি নির্দ্দিশেৎ"। উত্তর। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীসদাচারসদ্ব্যবহার হীন অভিমানির যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক হয় লিখিয়াছেন এস্থলে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা তাঁহার কি তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না। প্রথমত যদি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারির যে আচার ও ব্যবহার তাহাই সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় এবং তাহা নাকরিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় তবে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি তাবৎ উপাসকের ও অধিকারির আচার ও ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না অর্থাৎ বৈষ্ণবের আচার যে মৎস্য মাংস ত্যাগ এবং অধীনতা ও পরনিন্দা রাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করেন কিনা এবং তত্তৎকালে কৌলের ধর্ম্ম যে নিবেদিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন ও মৎস্য মাংস যে আহার নাকরে তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ ইহাও করিয়া থাকেন কিনা। আর ব্রহ্ম নিষ্ঠের ধর্ম্ম যাহা মনুকহিয়াছেনযে। "জ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রাযজন্তো

ত্তৈর্ম্মখৈঃসদা। জ্ঞানমূলাংক্রিয়ামেষাংপশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা। তথা। যথোক্তান্যপিকর্ম্মাণি পরিহায়দ্বিজোত্তমঃ। আত্ম জ্ঞানেশমেচস্যাৎবেদাভ্যাসেচ যত্নবান্। অর্থাৎ কোনকোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন তাঁহারা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা জানিতেছেন যে পঞ্চযজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা সমুদয় সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্ম জ্ঞানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রণব উপনিষদাদি বেদের অভ্যাসে যত্ন করিবেন। এই সকলেরও অনুষ্ঠান ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী করিয়া থাকেন কি না। এই তিন পৃথক্২ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচার যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় তাহা করিয়া থাকেন এমত কহিতে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বুঝি সমর্থ হইবেন না যেহেতু ধর্ম্ম বুদ্ধিতে মৎস্য মাংস ত্যাগ ও মৎস্য মাংস গ্রহণ এবং গ্রহণা গ্রহণে সমান ভাব এই তিন ধর্ম্ম কোন মতে এককালে এক ব্যক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই॰ অতএব যদি সকল উপাসকের আচার ও ব্যবহার ইহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির তাৎপর্য হইল তবে তাঁহারি ব্যবস্থানুসারে সদাচার সদ্ব্যবহারের অনুষ্ঠানে অক্ষমতা হেতুক যজ্ঞোপবীত ধারণ তাঁহারি আদৌ বৃথা হয়। দ্বিতীয়ত। যদি আপন আপন উপাসনা বিহিত যে সমুদায়

আচার তাহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে ধর্ম্ম সংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষির অভিপ্রেত হয় তবে তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানি যে তিনি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিয়া থাকেন কি না যদি শাস্ত্রবিহিত সমুদায় আচার করিয়া থাকেন তবে যথার্থ রূপে তিনি অন্য ব্যক্তি যে আপন উপাসনার সমুদায় ধর্ম্ম না করিতে পারে তাহাকে ত্যজ্য কহিতে পারেন এবং তাহার যজ্ঞোপবীত বৃথা ইহাও আজ্ঞা করিতে পারেন আর যদি তিনি আপন উপাসনা বিহিত ধর্ম্মের সহস্রাংশের একাংশও না করেন তবে তাঁহার এই যে ব্যবস্থা যে স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় ইহার অনুসারে অগ্রে আপন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যদি অন্যকে কহেন যে তুমি স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান করিতে পার না অতএব কেন বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারণ করহ তবে এ কথা শোভা পায়। তৃতীয়ত সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা আপন ২ উপাসনা বিহিত ধর্ম্মের যথা শক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির যদি অভিপ্রেত হয় ও যে২ অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হয় তন্নিমিত্ত মনস্তাপ এবং স্বধর্ম্ম বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে করে তাহার যজ্ঞ সূত্র ধারণ বৃথা হয় না তবে এব্যবস্থানুসারে কি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির কি অন্য ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইল। চতুর্থ যদি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় ইহাতে

প্রথমত জিজ্ঞাসা করি যে মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায় যেহেতু দেখিতে পাই যে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোঁসাই ও রূপদাস সনাতনদাস জীবদাস প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের গ্রন্থানুসারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্যুক্ত হয়েন এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ ও নির্ব্বাণাচার্য্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাহাদিগের ব্যবহার ও তাঁহাদের গ্রন্থানুসারে আচার করিতে প্রবৃত্ত আছেন সেইরূপ রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎশিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও আচারকে সদাচার সদ্ব্যবহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এপর্য্যন্ত যত্ন করিতেছেন যে শিব লিঙ্গ দর্শনকে পাপ কহিয়া শিব মন্দিরে প্রবেশ করেন না এবং নানকপন্থী ও দাদুপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিকে মহাজন জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিতে যত্ন করেন এবং শাস্ত্রেও অধিকারি বিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন। অধিকারি বিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ। কিন্তু একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কি কহিবেক বরঞ্চ খণ্ডক ও কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামিরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার সদ্ব্যবহারের

নিয়মই রহে না সুতরাং এক্কের মতে অন্য সদাচার স- দ্ব্যবহার হীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারি হয়েন। পশ্চাৎ যদি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির ইহা তাৎপর্য্য হয় যে আপন পিতৃ পিতামহাদি যে আচার করিয়াছেন সে সদাচার হয় তথাপি ও সদাচারের নিয়ম রহিল ন পিতা পিতামহ অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবেক এবং ধর্ম্ম সংস্থাপ নাকাঙ্ক্ষির মতে পিতৃ পিতামহের মতানুসারে সেই অযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। বস্তুত আপনং উপাসনা নুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অবহেলা পূর্ব্বক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধক প্রযুক্তে তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মনস্তাপ ও তত্তৎশাস্ত্র বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি স্বধর্ম্মহীন হইয়া অন্য স্বধর্ম্ম হীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারী বলে এমত রূপ নিন্দকের এবংস্বদোষ দর্শনে অন্যের যজ্ঞ সূত্র ধারণ বৃথাও হইতে পারে। ধর্ম্ম সংস্থাপনা- কাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র বিড়ালতপস্বির যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহা কাহার প্রতি শোভা পায় ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি সকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরিকাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জাতি বর্গ

পর্য্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্ব্বদা এইভাব দেখান যেনএইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহ মধ্যে মৎস্য মুণ্ড বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্ব্বাণের এই বচনে নির্ভর করেন। "যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যংব্রহ্মনিষ্ঠৈরিদং ধর্ম্মংসনাতনং"। অর্থাৎ যে যে উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্যএই ধর্ম্মসনাতন হয়। এবং তদনুসারে বাহ্যে কোন প্রতারকতা কি বেশে কি আলাপে কি ব্যবহারে যাহাতে হঠাৎ লোকে ধার্ম্মিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে এবং তন্ত্রাদি বিহিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন যাহা দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয় তাহাও স্পষ্টরূপে করিয়া থাকে এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়াল তপস্বী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন।

ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির তৃতীয় প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসা করণ কোন্‌ধর্ম্ম? বিশেষতঃ সর্ব্ব ভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানিদিগের আত্মোদর ভরণার্থ পরম হর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি ছেদন করণ কি

আশ্চর্য্য এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণ বচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়। "যথা যোজন্তুরাত্মতুষ্ট্যর্থং হিনস্তিজ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্যতস্যেহ নামুত্রাপিসুখংক্বচিৎ" ॥ ৩॥ উত্তর ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য শাস্ত্র বিহিত হইয়াছে দেখ পূজার্থে কুন্দসেফালিকা জবা মহাদেবকে দান করিলে শাস্ত্র নিষিদ্ধ প্রযুক্ত পাতক হয় আর দেবতাকে রুধির প্রদানেতেও পুণ্য হয় যেহেতু শাস্ত্রে বিধি আছে সেই শাস্ত্রে কহিতেছেন। "দেবান্‌পিতৄন্‌ সমভ্যর্চ্চ্যখাদন্‌মাংসংনদোষভাক্‌"। মনুঃ "নাত্তাদুষ্যত্যদন্নাদ্যান্‌প্রাণিনোহন্যহন্যপি। ধাত্রৈবসৃষ্টাহ্যাদ্যাশ্চপ্রাণিনোত্তারএবচ"। "অনিবেদ্যনভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চন" অর্থাৎ দেবতা পিতৃ লোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষ ভাগী হয় না। ও ভক্ষ্য প্রাণি সকলকে প্রতি দিন ভোজন করিয়া তাহার ভোক্তা দোষ প্রাপ্ত হয় না যেহেতু বিধাতাই এককে ভক্ষক অপরকে ভক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মৎস্য মাংসাদি কোন দ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেক না। অতএব বিহিত মাংসাদি ভোজনে ছাগলাদির হনন ব্যতিরেকে মাংসের সম্ভাবনা হইতে পারে না যেহেতু অপ্রোক্ষিত মৃত পশু খাদ্য নহে কিন্তু ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কি রূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ২ করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি ছাগ হনন কালে বিদ্যমান ছি

থাকিয়া নৃত্য কিম্বা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন কিভোজন কালে বসিয়া স্বস্ব উপাসনার অনুসারে অনিবেদিত ভোজন করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন। দোষোল্লেখ করিবার জন্য ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সত্যকে এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যাঁহারা পরমেশ্বরকে জন্ম মরণ চৌর্য্য পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন তাঁহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন ইহাও আহ্লাদের বিষয় মহানির্ব্বাণ "বেদোক্তেনবিধানেন আগমোক্তেন বাকলৌ। আত্মতৃপ্তঃস্বরেশানিলোকযাত্রাংবিনির্ব্বহেৎ"। জ্ঞানে যাঁহার নির্ভর তিনি সর্ব্বযুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন অতএব আগম বিহিত মাংস ভোজন স্বস্বধর্ম্মানুসারে নিবেদন পূর্ব্বক করিলে অধর্ম্মের কারণ হয় ও গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা স্বহস্তে মৎস্য বধ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া খাইলেও ধর্ম্ম হয় ইহা যদি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির মত হয় তবে তিনি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী হইবেন। মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। লোকে কেন খায় কেন সুখে কালযাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংস ভোজন শাস্ত্রে অবিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে অন্ততও লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া

খায় না কিম্বা আচমনে অধিক জল কি অল্পজল লইয়াছিল কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্র বিহিত আহার ও প্রারব্ধ নির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি ।

চতুর্থ প্রশ্ন । অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন.ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য । “ যথা গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রেপিত্রোশ্চ মরণং বিনা । বৃথাছিনত্তি যঃকেশান্ তমাহুব্র্ব্রহ্মঘাতকং । তথাচ যোব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহকশ্চিন্মোহাৎ সুরাংপাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ । তপোপহাব্রহ্মহাচৈবসস্যাদস্মিন্লোকেগর্হিতঃ স্যাৎপরেচ । অপিচ যস্যকায়গতংব্রহ্মমদ্যেনাপ্লাব্যতেসকৃৎ। তস্যব্যপৈতিব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চসগচ্ছতি । তথাচ । চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিযোগত্বাভুক্ত্বাচপ্রতিগৃহ্যচ । পতত্যজ্ঞানতোবিপ্রোজ্ঞানাৎসাম্যন্তুগচ্ছতি । অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয় ইতি কুল্লূকভট্টঃ।

উত্তর যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেই রূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এনিমিত্তে ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসন যোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজ রচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সম্বিদ যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবন স্ত্রী ও চণ্ডালিনী বেশ্যা ভোগ করেন সে সে ব্যক্তিও বিরুদ্ধ কারী ও শাসনার্হ হয়েন। যেহেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারীহইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা নাহইবেক? ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিকে জানা উচিৎ যে প্রয়াগ ও পিতৃ বিয়োগ ব্যতিরিক্ত বৃথা কেশচ্ছেদ করিবেক না ইহা নিষেধ আছে অতএব বৃথা শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদের নিষেধ ইহাতে বুঝায় না। বিশেষত বৃথা কেশচ্ছেদ অত্রিকচ্ছপরিধান ও হাঁচি হইলে জীব ইহা না বলা এবং ভূমিতে পতিত হইলে উঠ এশব্দ প্রয়োগ না করা যাহাতে ব্রহ্ম হত্যা পাপ হয় এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতক শ্রুতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের নিমিত্তে ওই রূপ অল্পায়াস সাধ্য অন্ন হিরণ্যাদি দানরূপ উপায় ও

আছে “ ব্রহ্মহত্যাকৃতংপাপমন্নদানাৎপ্রণশ্যতি। সম্বর্ত্তঃ। হিরণ্যদানংগোদানং ভূমিদানং তথৈবচ। নাশয়ন্ত্যাশুপাপানি মহাপাতকজান্যপি। কুলার্ণবে। ক্ষণংব্রহ্মাহমস্মীতিযঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। তৎসর্ব্বপাতকংনশ্যেৎ তমঃসূর্য্যোদয়েযথা। অর্থাৎ অন্নদান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্টহয়। স্বর্ণ দান গোদান ভূমি দান ইহাতে মহাপাতক ও নষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও জীব এই দুইয়ের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যায় তদ্রূপ সকল পাতক নষ্ট হয়। অতএব সাধারণ দোষের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরাই লিখিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বচন লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্ম হত্যা পাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্য হীন হয়েন এবং অন্য স্মৃতি বচনেও কলিতে ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ দেখিতেছি এসকল সামান্য বচন, যেহেতু ইহাতে বিশেষ বিধি দেখিতে পাই শ্রুতিঃ“সৌত্রামন্যাংসুরাংগৃহ্নীয়াৎ”। সৌত্রামনী যজ্ঞে সুরাপান করিবেক। ভগবান্ মনুঃ “ নমাংসভক্ষণে দোষোন মদ্যে নচমৈথুনে।” অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যেপ্রকার মদ্যপানে ও মাংসভোজনে এবং স্ত্রীসংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষনাই।কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রঃ। “কলৌযুগেমহেশানিব্রাহ্মণানাংবিশেষতঃ। পশুর্নস্যাৎপশুর্নস্যাৎপশুর্নস্যাৎ মমাজ্ঞয়া। অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। দ্বেষ্টারঃকুলধর্ম্মাণাংবারুণী নিন্দকাশ্চয়ে। শ্বপচাদধমাজ্ঞেয়ামহাকিল্বিষকারিণঃ ”।

কলিকালে বিশেষত ব্রাহ্মণেরা কদাপি পশু হইবেক না এইহেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মদ্যপান বিহিত হয়। যে সকল ব্যক্তি কুলধর্ম্মের দ্বেষ এবং মদিরার নিন্দা করে সে সকল মহাপাতকী চণ্ডাল হইতেও অধম হয়। পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি বচনে সামান্যত সুরাপানে নিষেধ বুঝাইতেছে আর পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র বচনে বিশেষ২ অধিকারে সুরা-পানে বিধি প্রাপ্ত হইতেছে অতএব দুই শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইল তাহাতে ভগবান্ মহেশ্বর আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "অসংস্কৃতঞ্চমদ্যাদিমহাপাপকরং ভবেৎ"। অর্থাৎ সংস্কার হীন যে মদ্যাদি তাহার পান ভোজনে মহা-পাতক জন্মে। অতএব সংস্কৃত মদ্য ভিন্ন যে মদ্য তাহার পানে ঐ স্মৃতি বচনানুসারে অবশ্যই মহাপাতক হয় আর সংস্কৃত মদিরাপানে পাপ কি হইবেক বরঞ্চ তাহার নিন্দকের মহাপাতক জন্মে পূর্ব্বোক্ত বচন ইহারই প্রমাণ হয়। এই রূপ বিরোধ যখন বেদে উপস্থিত হয় অর্থাৎ এক বেদে কহিয়াছেন যে কোন প্রাণির হিংসা করিবেক না আর অন্য বেদে কহেন যে বায়ু দেবতার নিমিত্তে শ্বেতছাগল বধ করিবেক এমত স্থলে মীমাংসকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যে২ হিংসাতে বিধিআছে তদ্ভিন্ন হিংসা করিবেকনা যেহেতু একশাস্ত্রের কিম্বা একশ্রুতির অমান্যতা করিলে কোন শাস্ত্র এবং কোন শ্রুতি সপ্রমাণ হইতে পারে না। মদ্যপান বিষ-য়ে পরিসঙ্খ্যাবিধি অর্থাৎ অধিক বারণও দেখিতেছি। "যথা।

অলিপানংকুলস্ত্রীণাংগন্ধস্বীকারলক্ষণং ৷ সাধকানাংগৃহস্থানাংপঞ্চপাত্রংপ্রকীর্ত্তিতং৷ পানপাত্রংপ্রকুর্ব্বীতনপঞ্চতোলকাধিকং৷ মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায়ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায়চ৷ অলিপানংপ্রকর্ত্তব্যং লোলুপোনরকম্ব্রজেৎ ৷ পানেভ্রান্তির্ভবেৎযস্যসিদ্ধিস্তস্য নজায়তে ৷ গোপনংকুলধর্ম্মস্যপশোর্ব্বেশবিধারণং ৷ পশ্বন্ন ভোজনংদেবিবিজ্ঞেয়ংপ্রাণসঙ্কটে”৷ কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ৷ কুলবধুর মদ্যপান স্থানে আঘ্রাণ মাত্র বিহিতহয় ৷ আর গৃহস্থ সাধকেরা পঞ্চপাত্রের অধিক গ্রহণ করিবেক না৷ পাঁচ তোলার অধিক পানপাত্র করিবেকনা ৷ মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান করিবেক লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায় ৷ যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয় এমত পান করিলে সিদ্ধি হয় না ৷ কুল ধর্ম্মের গোপন ও পশুর বেশ ধারণ এবং পশুর অন্ন ভোজন প্রাণ সঙ্কটে জানিবে ৷ অতএব আপন আপন উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্যপান করিলে হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন তাঁহারা শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না ৷ যদিস্যাৎ ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষা স্বীয় মৎসরতার জ্বালাতে যবন শাস্ত্রের কিম্বা চৈতন্য মঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন যাহাতে কোনমতে মদিরা পানের বিধি নাই তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে বৈধ মদ্যপানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন ৷ কিন্তু যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদক দ্রব্য বিন্দুমাত্রও সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয় তাঁহারা যদি

লোক লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিম্বা সম্বিদা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন তবে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতক গ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্য হীন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বথা পাতক এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইব মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহারসহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল ন সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্র বলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন নাহয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাহারা করেন সকল শাস্ত্রকে এক কালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহারদের বৃথা হইয় পরমার্থ তাঁহারদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্র প্রমাণে হয় গোশরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ সে শাস্ত্র বিহিত হইয়াছে অতএব খাদ্য হইল আর গৃঞ্জনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে নিষেধ প্রযুক্ত স্মার্ত্ত মতাবলম্বিদের তাহা ভোজনে পাপ হয় সেই রূপ স্মৃতির বচনে সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়াও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না সেই রূপ সা-

ক্ষাৎ মহেশ্বর প্রোক্ত আগম প্রমাণে সর্ব্ব জাতি শক্তি শৈ-বোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না এসকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। "যথা বয়োজাতিবিচারোত্রশৈবোদ্বাহে নবিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ"। মহা নির্ব্বাণ। শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তি রূপে গ্রহণ করিবেক। কিন্তু যাঁ-হারা স্মার্ত্তমতাবলম্বী ও যাঁহারদের উপাসনামতে শৈবশক্তি গ্রহণ হইতে পারে না অথচ যবনী কিম্বা অন্য অন্ত্যজ স্ত্রী কে গমন করেন তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি বচনের বিষয় হয়েন অর্থাৎ সেই সেই জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন। ইতি বৈশাখ ৩০ শক ১৭৪৪।

lo2. Jc. 84.10

SERMON,

PREACHED IN

CHRIST CHURCH, CORNWALLIS SQUARE,

ON

SUNDAY, 7TH NOVEMBER, 1847,

BY THE

REVD. K. M. BANERJEA.

ধর্ম্ম পোষক বক্তৃতা।

PUBLISHED BY REQUEST.

CALCUTTA.

OSTELL AND LEPAGE.

MDCCCXLVII

A. LAWRENCE,
Printer, Sumachar Chundrika Press.

LL 16

ধর্ম্ম পোষক বক্তৃতা।

এ কথা বিশ্বাস্য এবং সকলের গ্রাহ্য যে
খ্রীষ্ট য়িশু পাপি লোকের উদ্ধারার্থ জগতে
আসিযাছিলেন ১ তিম. ১ ১৫

মহীমণ্ডলস্থ যাবদীয় লোকের মনে এমত দৃঢ়তর সংস্কার আছে যে এই সংসার কমল দলস্থ জল বিন্দুর ন্যায় অস্থায়ি এবং চপল, সকলেই জানেন যে সংসার অনিত্য, সকলেই বুঝেন যে মানবদেহ ক্ষণ ভঙ্গুর, সুতরাং মানব জীবও অত্যল্প কাল ব্যাপি। বহুবিধ পদার্থের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ আমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছি, ভূরি২ লোক আমারদের নয়ন সম্মুখেই অত্যয প্রাপ্ত হইতেছে, অতি শোভনীয দ্রব্যও কাল বশতঃ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে এনিমিত্ত কেহ সাংসারিক কোন বস্তুকে পরমার্থ কহিতে পারে না, কেহ পার্থিব পদার্থ হস্তগত করিয়াও সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারে না যে অনেক কাল ভোগ করিবে, যাহারা বিষয় মৃগ তৃষ্ণাতে অতিশয় ব্যথিত তাহারাও সংসারকে পরম পদার্থ কহিতে পারে না, তাহারাও মনে২ মদ

সশঙ্ক থাকে পাছে কোন দুর্যোগ বশতঃ অভিলষিত বিভব নষ্ট হইয়া যায়, অথব পাছে আপনারাই কৃতান্তের গ্রাসে পতিত হইয়া সমস্ত অভ্যুদয় ফলে বঞ্চিত হয় সর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিতেরা এইরূপ সংসারের এবং সাংসারিক সুখের অস্থায়িত্ব বর্ণনা করিযাছেন, পার্থিব পদার্থের উপর কেহই নির্ভর রাখেন নাই, বিষয় প্রাপ্তিতে কাহারও সন্তৃপ্তি জন্মে নাই, সকলেই সংসারাতীত পদার্থের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ভূপৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়াও যোগ বলে ঊর্দ্ধগত হইতে স্পৃহা করিয়াছেন, অতিশয় সংসারাসক্ত পুরুষেরাও কখন২ স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া তথায় উপনীত হইবার নিমিত্ত অস্থির হয়েন অতএব দাবিদ রাজার বহু দর্শি তনয় সলিমান ধর্ম্ম পুস্তকে যথার্থ লিখিয়াছেন যে জগতিস্থ সকল দ্রব্যই ব্যর্থ, সকলই অসার

২। আর যেমত সকলে সংসারকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া সমস্ত জড় পদার্থকে অত্যল্প কাল স্থায়ি বোধ করেন তদ্রূপ তাহারদের মনে এমত সংস্কারও আছে যে সংসার কুৎসিত বস্তুতে পরিপূর্ণ। মানব কুল মাত্রেই আচার ভ্রষ্ট হইয়াছে, সকলের মনেই যৎকিঞ্চিৎ অসৎ সংস্কার আছে, কেহই সম্পূর্ণ সাধু নহে, কেহই কর্ত্তব্য সাধনে সদা তৎপর থাকে না, কামক্রোধাদি

ছয় নিদারুণ শত্রু সকলকেই বন্দিবৎ বদ্ধ করিয়া রাখে একারণ যাহা বিবেচনায় কর্ত্তব্য এবং শ্রেয়স্কর বোধ হয় তাহাতেও আমরা মুহুর্মুহু বিমুখ হইয়া কেবল শরীর তোষক বিষয়ের প্রয়াস করি, যদিও কখন যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হই তাহাও সফল করিতে যত্ন করি না, ধর্ম্ম জানিয়াও অধর্ম্মাচরণ করি, মনুষ্য মাত্রেরই এইরূপ গতি, মনুষ্য মাত্রেই আপনং বিষয়ে সাক্ষ্য দিয় কহিতে পারে "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ"। সকলেই সাধু পৌলের ন্যায় কহিতে পারেন হায় আমার কি দুরবস্থা! যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করি তাহাতে প্রবৃত্তি নাই যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া জানি তাহাতে নিবৃত্তি নাই এই অসৎ প্রবৃত্তিকেই ধর্ম্ম শাস্ত্রে পাপ কহে পাপের লক্ষণ এই যে জগৎ কর্ত্তার ইচ্ছার অন্যথাচরণ জগৎ কর্ত্তার ইচ্ছা এমত নহে যে কেহ জ্ঞাতসারে কোন অবিহিত ব্যাপার করে, যে কেহ অধমার্থ ইতর বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিয়া পরমার্থ সাধনে শিথিল হয়, যে কেহ জিতেন্দ্রিয় না হইয়া কামক্রোধাদির বশে সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে সুতরাং যাবদীয় মনুষ্য তাঁহার ইচ্ছার ব্যতিক্রমাচার করিয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছে এবং পাপ প্রযুক্ত বিচার মতে দণ্ডার্হ

হইয়াছে, এই নিমিত্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখে যে সকলেই পাপি, সকলেই দণ্ড্য, সকলেই অসৎ; কেহই সাধু নহে, কেহই ঈশ্বর পরায়ণ নহে।

৩ অতএব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে মনুষ্য কুলের আচার ভ্রষ্টতা পদে২ স্বীকৃত হইএছে, এ ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাই এই যে মনুষ্য জাতি আচার ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারদের আচার শোধন করিতে হইবে মনুষ্য জাতি ঘোরতর ভ্রম কূপে পতিত হইয়াছে, তাহারদিগকে সে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া জ্ঞান জ্যোতির প্রভায় সমুজ্জ্বল ক্ষেত্রে স্থাপিত করিতে হইবে মনুষ্য জাতি ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারদিগকে পুনশ্চ ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে। মনুষ্য জাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বর পরায়ণ নহে তাহারদিগকে ঈশ্বর পরায়ণ করিতে হইবে মনুষ্য জাতি পাপ প্রযুক্ত পরমার্থে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারদিগকে পাপবিমোচন পুরঃসর পরমার্থ ভাজন করিতে হইবে। মনুষ্য জাতির স্বভাবতঃ সৎপ্রবৃত্তি জন্মে ন অতএব স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া—নূতন জন্ম প্রদান করিয়া—সাধুতাতে আসক্ত করিতে হইবে। এই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা, ইহাই ধর্ম্ম সাধনের অভিপ্রায়, বাইবেল শাস্ত্রে মনুষ্যের দোষ আচ্ছাদন করেন না, দোষ আচ্ছাদন করাতে অনুগ্রহ প্রকাশ হয় না, দোষ

উল্লেখ করিলেও নিগ্রহ হয় না, যে চিকিৎসক রোগির দোষ আচ্ছাদন করিয়া অসার আশা প্রদান করে, এবং জ্বরগ্রস্তকে সচেতন করত ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া মিথ্যা করিয়া কহে সকলই মঙ্গল, ক্ষুৎ পিপাসা হইলে অনশন করিও না, যাহা ইচ্ছা তাহাই ভোজন পান কর, যে চিকিৎসক এবম্ভূত অহিত পরামর্শ দেন তাঁহাকে কি কেহ সৎচিকিৎসক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে? এমত কখনই নহে। সৎচিকিৎসকের ধর্ম্ম এই যে রোগির ব্যাধি যথার্থ রূপে ব্যক্ত করিয়া শান্তি করিতে যত্ন করে বাইবেল শাস্ত্রেও তদ্রূপ জানিবা, তাহাতে মনুষ্য জাতির দুঃশীলতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে এবং পাপ শান্তির উপায়ও উপযুক্ত রূপে বর্ণিত আছে সে সকল বচনকে কেবল নিন্দাবাদ জ্ঞান করিও না, ধর্ম্ম শাস্ত্রে আমাদের দুশ্চরিত্র বর্ণনা আছে তাহাতে বিরক্ত হইও না, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে বুঝিবা যে সে বর্ণনা অতি যথার্থ, যদি কেহ অভিমান করিয়া আপনাকে নিষ্পাপ জ্ঞান করে তবে জানিবা সে ব্যক্তির প্রচুর আত্মশ্লাঘা আছে, মনুষ্য জাতি যদি নিষ্পাপ হইত তবে দেশ দেশান্তরে যুদ্ধ কলহ দ্বন্দ্ব হইত না, তবে হিংসা দ্রোহ উপদ্রবাদি আভিধানিক শব্দও থাকিত না, রাজকীয়

নিয়ম শাসন ব্যবস্থাদির প্রয়োজন হইত না, তবে দ্বারপাল নগর রক্ষকাদি কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যক হইত না, তবে কেহ পরস্ব বস্তুর লোভ অথবা অপহরণ করিত না। কিন্তু সকলদেশেই নিয়ম ব্যবস্থাদির প্রয়োজন আছে, সকল দেশেই তস্কর,দস্যু প্রভৃতি দুর্বৃত্ত পুরুষের উপদ্রব আছে, সকল দেশেই অরাজক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠে, সকল দেশেই দুষ্ট দমনার্থ শাসনের প্রয়োজন রাখে, সুতরাং মনুষ্য আচার ভ্রষ্ট তাহ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে এবং অন্তরে জানা যাইতেছে যিনি একথা স্বীকার না করেন তিনি চক্ষুঃ সত্ত্বে দর্শন শক্তিহীন এবং বুদ্ধি সত্ত্বে বিবেচনা রহিত। বিবেকি লোকের কর্ত্তব্য যে স্বাভাবিক দোষ স্বীকার করিয়া তৎপ্রতীকারার্থ যত্ন করেন এবং কুৎসিত ব্যবহার পরিহার করণের সাধনে থাকেন তাহাতে সংসারের মধ্যে মনঃশান্তি ভোগ করিবেন এবং সংসার ভঙ্গ হইলে অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন

৪ সুতরাং সাধু পৌলোক্ত যে বচন সম্প্রতি পাঠ করিলাম তাহার তাৎপর্য্য গ্রহ সহজ হইতেছে তিনি কহেন "খ্রীষ্ট য়িশু পাপি লোকের উদ্ধারার্থ জগতে আসিয়াছিলেন"—অর্থাৎ যদি জিজ্ঞাসা কর এমত দিব্য পুরুষ ও মহাত্মা যাঁহাকে ত্রিভুবন ধারণ

করিতে অক্ষম, যিনি স্বেচ্ছাক্রমে চরাচর জগন্মণ্ডলকে রক্ষা করিয়া থাকেন তিনি কি কারণ ধরা মণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন? কি কারণ সামান্য প্রজার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্য উপাধিধারি হইলেন? কি কারণ মহাপবিত্র স্বর্গধাম ত্যাগ করিয়া অস্থায়ি সংসারবাসি এবং ভঙ্গুর শরীরধারি হইলেন? যদি জিজ্ঞাসা কর এমত অমিততেজা দৈবগুণ সমন্বিত-পুরুষোত্তম ব্যক্তি কি কারণ নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া অবশেষে অপঘাত মৃত্যু সহ্য করিলেন? উত্তর, তিনি পাপি লোককে উদ্ধার করণার্থ অবতীর্ণ হয়েন, পাপ বিমোচনার্থ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, নরলোকের ইষ্ট সাধনার্থ স্বয়ং অনিষ্ট সহ্য করেন, অশুদ্ধকে শুদ্ধ করিতে, নির্ধনকে সধন করিতে, অধোগতকে উন্নত কবিতে তিনি স্বয়ং দুঃখ ও যন্ত্রণা স্বীকার করেন। পাপির প্রতিনিধি হইয়া পাপের নিদারুণ ফল ভোগ করেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে পাপাপহারক জগত্রাতা কহা যায়। যে কেহ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার আশ্রয় লয় সেই তাঁহার রক্ষণীয় হয়, তাহাকেই তিনি পাপ সাগরের ঘোরতর তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করেন, সেই তাঁহার দ্বারা অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়।

অপর প্রভু যে বাস্তবিক অবতীর্ণ হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিয়া ছিলেন তাহা. কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, শত্রু মিত্র সকলেই প্রায় তাঁহার উপাখ্যান গ্রাহ্য করিয়া থাকে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ রচনা নির্দ্দিষ্ট দেশ কালে হইয়াছিল, যাঁহারা খ্রীষ্টের বিবরণ লিখিযাছিলেন তাঁহারদের দেশ কাল সর্ব্ববাদি সম্মত, তাঁহারদের নাম ধাম গগণ পুষ্পের ন্যায কল্পিত নহে, যথার্থ পুরাবৃত্তে তাঁহারদের সংবাদ আছে সুতরাং এসকল কথা অলীক কহা যাইতে পারে না, এসকল বৃত্তান্ত অসার নহে, ইহার তথ্য নির্ণয় সহজেই হইতে পারে একারণ ইহাতে বিশ্বাস করিবার প্রতি বন্ধক মাত্র নাই

আর পাপের প্রাদুর্ভাব হেতুক এক জন উদ্ধার কর্ত্তার বাস্তবিক প্রয়োজন আছে একারণ পাপ ক্ষয়ের এনিয়ম অসম্ভব নহে, ইহাতে বিস্ময়ের হেতু মাত্র নাই, মনুষ্য পতিত হইয়াছে একারণ পরিত্রাতার অপেক্ষা আছে, ইহাতে চমৎকারের কিষয়-কি? স্বভাবতঃ যাহার অপেক্ষা আছে তাহার বার্ত্তা শুনিলে আশ্চর্য্যের কারণ কি? প্রভু যেং নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন সকলই এইরূপ যথার্থ যুক্তি সঙ্গত হই-তেছে, তাঁহার শাসনে কেবল ধর্ম্মের উন্নতি এবং

অধর্ম্মের গ্লানির সম্ভাবনা, তাহাতে কেবল সাধুতার বৃদ্ধি এবং দুষ্টতার হ্রাস হইতে পারে।

৫। অতএব খ্রীষ্টাবতারের এই মুখ্য তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, অপবিত্রকে পবিত্র করণ, আচার ভ্রষ্টকে সদাচারি করা, মর্ত্যকে অমর্ত্য করা, ভয়াকুলকে অভয় প্রদান, উদ্বিগ্নকে নিরুদ্বিগ্ন করা, নিরানন্দ সংসারকে আনন্দার্ণব করা, এ সকল কি সামান্য বিষয়? যদি কেহ তত্ত্বজ্ঞান বিরহে অবিদ্যা জালে বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম হয় তবে সে খ্রীষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ভক্তি পূর্ব্বক আলোচনা করিলে জ্ঞান জ্যোতির প্রভায় সত্যের দর্শন পাইবে, আর সত্যের দর্শন পাইলে নিঃসংশয় সংশয়চ্ছেদ হইবে যদি কেহ চিত্তের মালিন্য প্রযুক্ত পবিত্রতম পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে সাহস না করে তবে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস পূর্ব্বক আপনার সহায় করিলে সদাত্মা সংযোগে চিত্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে যদি কেহ বারম্বার দুরাচার করত সদাচারে শূন্য হইয়া দুঃখ পায় তবে প্রভুর নির্ম্মল চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া সদাচারী হইতে পারে যদি কেহ এই মর্ত্য জীবনের চরম অবস্থা চিন্তা করত মনেং ভয়াকুল হয় এবং দেহ ত্যাগানন্তর পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

কি রূপে আত্ম দোষ খণ্ডন করিবে এনিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হয় তবে প্রভুর প্রায়শ্চিত্ত হৃদয়স্থ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাঁহাতে শ্রদ্ধা করিলে সর্ব্ব অমঙ্গল নিবারণ হইবে ভাবিয়া অকুতোভয়ে বাস করিতে পারিবে অতএব সাধু পৌল যথার্থ কহিয়াছেন যে ধর্ম্মাচরণ মহাধন, ইহাতে উপস্থিত সংসারে মনঃশান্তি লাভ করা যায় এবং পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। এই সাধনে অন্যান্য সকল নীতি শিক্ষা অবসন্ন হয় কেননা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যথার্থ রূপে পালন করিলে আর কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না, সকল সুনীতি ইহাতে উহ্য হয়, ইহাতে কোন বিষয়ের অভাব থাকে না।

৬। অধুনা এ ধর্ম্মের ব্যাপকতা বিবেচনা করুন, ইহাতে দেশ কাল জাতি বর্ণের ভেদ নাই, মনুষ্য মাত্রেই এ ধর্ম্মের অধিকারি, মনুষ্য মাত্রেই প্রভু'তে বিশ্বাস করিয়া উদ্ধার পাইতে পারে কেননা সাধু পৌল কহিতেছেন এ ধর্ম্ম সকল লোকের গ্রাহ্য এই ব্যাপকতায় খ্রীষ্টীয় মতের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এবং ইহাতে লোক বাৎসল্যের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয় কেননা দেশ কাল জাতি বর্ণের ভেদ না থাকাতে পরস্পর হৃদ্যতার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কোনং মান্যবর পুরুষেরা কহেন

যে দেশ বিশেষে ধর্ম্মের ভেদ হইতে পারে এবং জাতি ভেদেও ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হইতে পারে; কিন্তু এ কথা অসঙ্গত বোধ হয়, কেননা ধর্ম্মের প্রধান তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরের তত্ত্বনিরূপণ এবং তাঁহার শাসনানুযায়ি মনুষ্য বর্গের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করেন, ঐ নিরূপণ সত্যানুযায়ি না হইলে কোন জাতির বিশ্বাস্য নহে সত্যানুযায়ি হইলে সকল জাতির গ্রাহ্য। অতএব বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে কেবল এক প্রকারই সত্য হইতে পারে, কেনন সত্য বহু রূপী নহে, মিথ্যাই বহু রূপ ধারণ করে-সুতরাং এক সত্য ধর্ম্মই সকল বিবেকি লোকের গ্রহণীয়। যাঁহারা দেশ দেশান্তরে ভিন্নং ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে চাহেন তাঁহারদের দ্বারা ভূরি লোকের বিড়ম্বনা সম্ভাবনা। ধর্ম্ম সত্য না হইলে কুত্রাপি তাহার সূচনা করা কর্ত্তব্য নহে আর তাহা সর্ব্বত্র হেয়, সত্য হইলে কাহারও উপেক্ষণীয় নহে, লোকালয় মাত্রে তাহার স্থাপন করা উচিত, একারণ খ্রীষ্টীয় মত সর্ব্বত্র প্রচার করা বিহিত কেননা সকল মনুষ্যই বস্তুতঃ এক জাতি এবংসকলের স্বভাবও এক প্রকার, সকলেই রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হইয়া পাপ সাগরে মগ্ন হইয়াছে সুতবাং সকলেরি উদ্ধারের অপেক্ষ আছে সকলেই পাপ রোগে পীড়িত সুতরাং সক-

লেরি য়িশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন আছে, সেই বিশ্বাসই পাপ রোগ নাশার্থ মহৌষধি

৭ অতএব এই সভার মধ্যে যেং সুধীজনগণ এ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন যাঁহারা এই ধর্ম্মাবলম্বনে অপথ সংসার উত্তীর্ণ হইতে আশ্বাস করেন তাহার দিগকে উৎসাহ প্রদানার্থ কহিতেছি যে তাঁহারা এই সাধনে অবিশ্রান্ত যত্ন করুন, তাঁহাবদের পরিশ্রম অবশ্য সফল হইবে, অবিলম্বে তাঁহারা এমত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইবেন যাহাতে আনন্দের এবংসুখের পরিসীমা নাই, সংসারস্থ কোন বিষয় সে পদের তুল্য হইতে পাবে না।

৮। আর যাঁহারা অদ্যাবধি এধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই তাহারদিগকে ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে অনুরোধ কবিতেছি পরমেশ্বর আমারদিগকে এই অভিপ্রায়ে বিবেক শক্তি দান করিযাছেন যে আমরা সত্যের উদ্দেশে তাঁহার অনুশীলন করি অতএব যে ধর্ম্মে এমত ভূরিং সত্যের চিহ্ন আছে তাহাতে মনঃসংযোগ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। এমত প্রগাঢ় বিষয়ই বা আর কি আছে যাহাতে সুধীজন তাদৃশ আমোদ করিতে পারে? এধর্ম্মের মাহাত্ম্যের অধিক কি বর্ণনা করিব। ইহাতে কোটিং লোক দুর্জ্জেয় সংসারকে জয়

করিয়া ইহ কালে মনের তুষ্টি এবং পরকালে অক্ষয়ানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে ভূরি২ জাতি বন্য আসরিক অবস্থা ত্যাগ করিয়া মনুষ্য সমাজে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। অতএব সমস্ত স্বদেশ বৎসল মহোদয় জনগণের নিকট এই নিবেদন যে যদি নিঃশ্রেয়স ফল এবং স্বদেশের উন্নতির প্রয়াস করেন, যদি এই ভারত ভূমিতে দয়া সত্য সভ্যতার বৃদ্ধি দেখিতে বাঞ্ছা করেন তবে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম কথায় কর্ণপাত করুন তাহাতে যুগে২ তাঁহারদের যত্ন সফল হইবে এবং কোটি২ প্রাণি তাঁহারদের বংশে উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্ম পরায়ণ পিতৃ লোকের নামে ধন্য২ করিয়া ধর্ম্ম পরতার ফল ভাগি হইবে

অবশেষে প্রার্থনা এই যে পরমেশ্বরের কৃপায় যাবদীয় মানবগণের অন্তঃকরণে তত্ত্ব জ্ঞান জ্যোতির প্রভা উদয় হয় এবং ঈশ্বরের রাজ্য দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়। তথাস্তু।

(সমাপ্তেয়ং বক্তৃতা)

182 Jc 84:10. LK 71

ওঁ তৎসৎ

পরমেশ্বরের মহিমা

প্রকাশার্থে

বস্তু বিচার

ব্রাহ্ম সমাজে ব্যক্ত হইয়া

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা

২০ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

ওঁ তৎসৎ

প্রথমাধ্যায়ঃ।

৩১ শ্রাবণ ১৭৬৬

পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি নাশ যোগ্য সুনিয়ম সকল সংস্থাপন দ্বারা এই বিশ্ব রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। সেই সকল নিয়ম এপ্রকার আশ্চর্য্য যে তাহা চিন্তা করিলে চমৎকারে স্থির হইতে হয়; সেই সকল নিয়মের পরস্পর এপ্রকার কৌশল যুক্ত সম্বন্ধ যে তাহা আলোচনা করিলে জগদীশ্বরকে একান্ত মনে ধন্যবাদ করিতে হয়, এবং সেই সকল নিয়ম এপ্রকার প্রচুর মঙ্গলের কারণ যে তাহা স্মরণ করিলে কৃতজ্ঞতা সাগরে মগ্ন থাকিতে হয়। জল বায়ু মৃত্তিকা অগ্নি ইহারদিগের প্রত্যেকেতে এরূপ গুণের আরোপণ করিয়াছেন, এবং তাহারদিগের পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ দ্বারা নিয়োগ করিয়াছেন, যে তাহাতে জলস্রোতের ন্যায় অনায়াসে সংসারের কার্য্য যথা ক্রমে উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই সকল ঈশ্বরকৃত গুণের ও সম্বন্ধের সঙ্খ্যা করা যদিও মনুষ্যের সাধ্য নহে, এবং যদিও

সেই সকলকে মর্ত্ত্যলোকের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে ধারণা করা সম্ভব নহে, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইবার জন্যে এই জগতের রচনা বিষয়ে যথা শক্তি কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করি; বিশেষতঃ এই সংসার রূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে বেদেতেই অনুমতি আছে।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্য অস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি
ধীর ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় জগতে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুর পর মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন

আমারদিগের প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎপদার্থ। যে কালে পৃথিবী সেই সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে তাহার নাম বৎসর। এই বৎসরের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে. শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি প্রভৃতি এই নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ মাসের মধ্যে যথাক্রমে গমনাগমন করে। প্রতিবৈশাখে গ্রীষ্ম, প্রতি-আষাঢ়ে বর্ষা, প্রতিভাদ্রে শরৎ, প্রতিকার্ত্তিকে শিশির, প্রতিপৌষে শীত, এবং প্রতিফাল্গুণে বসন্ত কাল অবাধে হইতেছে; কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে বৃক্ষাদিতেও এ প্রকার স্বভাব আছে, যে তাহারদিগের ফল পুষ্প উৎপত্তি প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্য সকল ঋতুর সহযোগে ঐ এক বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দিন দিন বৃক্ষাদির অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইতে থাকে, এবং সম্বৎসরে সেই সমুদয় ব্যাপার সমাধা হওয়াতে যথা নির্দ্দিষ্ট কালে ফলাদির উদ্ভব হয়। আম্র বৃক্ষে পৌষমাসে মুকুল হইবে, এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে সেই মুকুল পক্ব আম্র হইবে ইহা যত কাল বৎসরের এই পরিমাণ

থাকিবে, এবং যত কাল বৃক্ষাদিরও এই গুণ থাকিবে, তত কাল অন্যথা হইবার নহে। জগদীশ্বর বৎসরকে বৃক্ষাদির যোগ্য করিয়াছেন, এবং বৃক্ষাদিকে বৎসরের উপযুক্ত করিয়াছেন। এই উভয়েব পরস্পর এতদ্রূপ সম্বন্ধ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের উদ্ভিজ্জ যন্ত্র নিয়ম মত সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে; তাহাতে প্রতি বৎসর যথা নির্দ্দিষ্ট কালে পুষ্প ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল উন্নতি হইতেছে।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বৎসরের পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক বা অল্প করিলেও করিতে পারিতেন তাহার প্রতি সন্দেহ কি? পৃথিবী এইক্ষণে সূর্য্য হইতে প্রায় ১,৫০,০০,০০০ এক কোটি পঞ্চ লক্ষ যোজন * অন্তরে স্থাপিত আছে, কিন্তু যদি এই অন্তরের পরিমাণ ইহার অষ্টম ভাগ ন্যূন হইত, তবে গণনা দ্বারা নিশ্চয় হয় যে বৎসরের পরিমাণ প্রায় এক মাস অল্প হইয়া একাদশ মাস হইত, এবং অষ্টম ভাগ অধিক হইলে বৎসরের পরিমাণ প্রায় এক মাস অধিক হইয়া ত্রয়োদশ মাস হইত। অথবা যে শুক্র গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ৭৩,০০,০০০ ত্রিসপ্ততিলক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, তাহার স্থানে থাকিয়া তাহারই পথে পৃথিবী ভ্রমণ করিলে এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইত; বা যে মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ১,৫৮,০০,০০০ এক কোটি অষ্টপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, পৃথিবী তাহার পথে থাকিয়া প্রদক্ষিণ করিলে এইক্ষণকার ত্রয়োবিংশতি মাসে বৎসর হইত। এই রূপে বর্ত্তমান অপেক্ষা

* চারি ক্রোশে এক যোজন হয়।

কেবল বৎসরের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে এ পৃথিবীর কি সাঙ্ঘাতিক দুরবস্থা হইত! পৃথিবীর সেই কল্পিত অবস্থানুসারে বৃক্ষাদির গুণ সংস্থাপিত না হইলে শস্য ফলাদি উৎপন্ন হইবার কোন নিয়ম কোন শৃঙ্খলা থাকিত না— সমুদয় উচ্ছেদ দশায় পতিত হইত।

এপ্রকার ফল আছে যাহা পক্ব হইবার জন্য এক সম্পূর্ণ বৎসর আবশ্যক হয়। বিল্ব এবং আম্রাতক যাহা প্রায় দ্বাদশ মাসে সুপক্ব হয়, এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইলে কি প্রকারে তাহা পক্ব হইতে পারিত? দুই মাসের বর্ষাতে যে ধান্য প্রস্তুত হয় একমাসের বৃষ্টিতে কিপ্রকারে তাহা পুষ্ট হইতে পারিত? গাঢ় শীত মধ্যে মুদ্গ চণক প্রভৃতি যে সকল শস্য বৃদ্ধি হয়, বৎসরের হ্রাস দ্বারা শীতের ভাগ অল্প হইলে কি প্রকারে তাহা উৎপন্ন হইতে পারিত? এই রূপ দীর্ঘতর বৎসর হইলেও মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত না। শস্য বা ফল সকল যে পরিমিত কাল পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, শীত, বা বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে সুন্দররূপে পুষ্ট হইতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক ভাগে অধিক সময় পর্য্যন্ত শীতে সঙ্কুচিত, উত্তাপে উত্তপ্ত, বা বর্ষাতে সিক্ত থাকিলে অবশ্য নষ্ট হইতে পারিত। শীতকালে মুকুল হইয়া পরে গ্রীষ্ম দ্বারা আম্র প্রভৃতি উন্নত এবং পক্ব হয়, কিন্তু যদি ক্রমশঃ ছয় মাস শীতই থাকিত, এবং তাহাতে গ্রীষ্ম মাত্র না হইত তবে কি প্রকার আমরা এরূপ সুস্বাদু আম্রের আস্বাদ জানিতাম? মুকুল সকল ক্রমে উচ্ছিন্ন হইত। এবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে জম্বু ও পনস হইয়াছে এবং তাহারদিগের স্বভাব দ্বারা অত্যন্ত সম্ভাবনা আছে যে তাহারা দ্বাদশ

মাস অন্তে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবেক; কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা তিনগুণ দীর্ঘতর বৎসর হইয়া ছত্রিশ মাসে এক বৎসর হইলে এবং ছয়মাস পরিমিত কাল এক এক ঋতুর পরিমাণ হইলে সেই বৎসরের প্রথমেই ছয় মাস গ্রীষ্মের দ্বারা জম্বু ও পনসের উৎপত্তি দূরে থাকুক দ্বিতীয় ঋতু বর্ষাকাল আসিবার পূর্ব্বেই তাহারদিগের আধার বৃক্ষ সকল সমূলে দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইত— ইহাতে এপৃথিবীতে কে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত ? কিন্তু জগদীশ্বর উৎকৃষ্ট নিয়ম এবং পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ দ্বারা পৃথিবীকে আমারদিগের সুখের আলয় করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যকে সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন, ও সেই প্রকার আকর্ষণ শক্তি দিয়াছেন, এবং পৃথিবীকেও সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন এবং সেই প্রকার বেগশক্তি দিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী দ্বাদশ মাসে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া সময়কে বৎসরে বিভক্ত করিতে পারিতেছে; তিনি সূর্য্যকে সেই রূপ তেজস্বি ও সেই পরিমিত দূরে স্থাপিত করিয়াছেন যাহাতে ঋতু সকল সম্বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্ত হইয়া যথোচিত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা-দ্বারা বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জকে পোষিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারিতেছে; এবং বৃক্ষাদিকে এমত কৌশলে রচনা করিয়াছেন যাহাতে তাহারা ঐ এক বৎসর কালের মধ্যে ঋতুর সঙ্গে ঐক্য থাকিয়া ফল পুষ্পের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইতেছে। এই বৃহৎ পৃথিবী যাহা আমারদিগের পদতলে পতিত রহিয়াছে, তাহার সহিত কত লক্ষ যোজন দূরস্থিত মহা-পরাক্রম বৃহত্তর সূর্য্যকে অতি উপযুক্ত রূপে বদ্ধ করা কি প্রকার জ্ঞান এবং কি প্রকার শক্তি দ্বারা সম্ভব হয় ? ইহা

সেই প্রকার শক্তি ও সেই প্রকার জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয় যাহাকে চিন্তাতেও সীমা করা যায় না।

ফলতঃ বিবেচনা কর যে পরমেশ্বর কি উপকারের জন্য পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদিব স্বভাব অনুসারে বৎসরেব পবিমাণ করিয়াছেন এবং বৎসরের পরিমাণের উপযুক্ত পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির গুণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন? বিবেচনা করিলে ইহা কেবল আমাবদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্তেই করিয়াছেন। সূর্য্যের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর এই সম্বন্ধ না থাকিলে ইহাতে তৃণ, লতা, বৃক্ষ কিছুই উৎপন্ন হইত না; সুতরাং জীবন রক্ষার মূলাধার যে শস্য ও ফল তাহা আমরা প্রাপ্ত হইতাম না — আমরাই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইতাম? কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর আমারদিগকে উক্ত সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। হে জগদীশ্বর তুমিই ধন্য!

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

২১ ভাদ্র ১৭৬৬

যষ্টি দণ্ড কাল পরিমিত দিবা রাত্রিতে পৃথিবী আপনার নাভিকে একবার প্রদক্ষিণ করে; এই প্রদক্ষিণের নাম পৃথিবীর আহ্নিক গতি। এই প্রকার পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ বার আপন নাভিকে প্রদক্ষিণ করত এক বার সূর্য্যকে বেষ্টন করে। পৃথিবীর স্বনাভি বেষ্টন কালীন যে অংশ সূর্য্যের

সম্মুখবর্ত্তী হয়, সেই অংশে তৎকালে তাহার আলোক প্রকাশ হইয়া দিবস হয়, এবং যে অংশ তাহার বিমুখ থাকে, সেই অংশে তখন তাহার আলোকের অভাব প্রযুক্ত রাত্রি হয়।

এই দিবারাত্রির সহিত অত্রস্থ উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি এপ্রকার সম্বন্ধে সংযুক্ত আছে, এবং তাহারদিগের স্বভাব ও দিবারাত্রির পরিমাণ উভয়ই পরস্পর এ প্রকার উপযুক্ত হইয়াছে যে ঐ নির্দ্দিষ্ট ষষ্টি দণ্ডের মধ্যে উদ্ভিজ্জাদির দৈনিক ক্রিয়া সকল অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর যে প্রকার প্রাত্যহিক গতি আছে, তন্নিবাসি উদ্ভিজ্জাদিরও কতক গুলীন প্রাত্যহিক ক্রিয়া পরিচালিত হইতেছে। আলোক ও অন্ধকারের যে রূপ প্রত্যহ পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সঙ্গে বৃক্ষাদির ও জন্তু সকলের শরীর মধ্যে প্রতি দিন ষষ্টি দণ্ড অন্তরে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া পরিবর্ত্ত হইতে থাকে। কি সূক্ষ্ম রূপে পরমেশ্বর পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির সহিত প্রাণিমাত্রের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন!

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর অন্তঃকরণে এই প্রকার প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে ঈশ্বর রাত্রি দিবার পরিমাণ ষষ্টি দণ্ডই কেন করিলেন ইহার ন্যূনাধিক কেন না করিলেন? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কাল মধ্যে পৃথিবী কেন সহস্র বার আপন নাভিকে বেষ্টন না করে? বৃহস্পতি এবং শনির আহ্নিক গতি প্রায় পঞ্চবিংশতি দণ্ডের মধ্যেই সম্পন্ন হয়; পৃথিবীর আহ্নিক গতির কাল এই পরিমাণ না হইল কেন? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কাল মধ্যে পৃথিবী কি কারণে প্রায় ৩৬৫ বার

মাত্রই আপন নাভিকে বেষ্টন করে? এই প্রকার প্রশ্ন সকলের এই মাত্র সিদ্ধান্ত, যে এই পৃথিবী স্থিত প্রাণি সকলের যে প্রকার স্বভাব তাহাতে দিবা রাত্রির বর্ত্তমান পরিমাণ যে ষষ্টি দণ্ড তাহাই উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর দিবারাত্রির পরিমাণ ষষ্টি দণ্ড করিয়াছেন; ইহার অন্যথ হইলে পৃথিবীর কার্য্য সম্পন্ন হইত না, প্রাণির জীবন পরিপালিত হইত না, সুখের ভাগ এতাদৃক্ হইত না, এবং ঈশ্বরের মহিমাও প্রদীপ্ত থাকিত না।

দিনমান এবং রাত্রিমাণের সহিত উদ্ভিজ্জের যে সম্বন্ধ তাহা মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতেছি। অনেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করা গিয়াছে, এবং অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে বৃক্ষ গুল্ম লতাদির কতক গুলীন অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া প্রতি দিন নিয়ম মত পরিবর্ত্ত হয়। সূর্য্যমণি নামক পুষ্প সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রফুল্ল হয়, বন্ধুজীব নামক পুষ্প মধ্যাহ্ন কালেই প্রস্ফুটিত হয়, শেফালিকা মল্লিকা জূথিকা প্রভৃতি সন্ধ্যার পরে প্রকাশিত হয়, এবং কতশত পুষ্প বিদ্যমান আছে যাহারা কেবল রাত্রিকালেই বিকসিত হইয়া থাকে। দিবসের সহিত পদ্মের যে সম্বন্ধ এবং রজনীর সহিত কুমুদের যে সম্বন্ধ ইহা কাহার না বিদিত আছে? অতএব জগদীশ্বর বিশেষ বিশেষ বৃক্ষাদিকে বিশেষ বিশেষ নিয়মের স্বাধীন করিয়া তাহারদিগের শরীরকে এরূপ যন্ত্র রূপে রচনা করিয়াছেন যে তাহারদিগের নিয়মিত দৈনিক ক্রিয়া সকল ষষ্টি দণ্ড অন্তরে পুনরাবৃত্ত হইয়া যথ উপযুক্ত উপকার করিতেছে। সর্ব্বদা সম্মুখস্থ হইলে বস্তুর সৌন্দর্য্য গ্রহণ হয় না, এবং অবিশ্রান্ত আস্বাদিত হইলে তাহার

স্বাদু গ্রহণে রসনা সমর্থা হয় না। কেবল দূর এবং অভাব দ্বারাই বস্তুর সমাদর হয়। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বর দত্ত বর্ত্তমান অবস্থায় স্থাপিত রহিয়াছি, ততক্ষণ ইহার মর্য্যাদা জানিতে পারি না; কিন্তু বিবেচনা কর, দিবারাত্রির এই পরিমাণ রক্ষা করিয়া তিনি বৃক্ষলতাদির প্রাত্যহিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন কাল যদি ৪০ দণ্ড মাত্র করিতেন, তবে কি এপৃথিবীতে সুখ থাকিত ? ইহাতে স্বভাবতঃ মধ্যাহ্ন কালে যে পুষ্পজাতি একবার প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার প্রকাশ কালীন রাত্রি থাকিলে মধ্যাহ্নের সূর্য্য কিরণ অভাবে সে কি প্রকাশ হইতে পারিত ? স্বভাবতঃ সুশীতল নিশা মধ্যে যে পুষ্প জাতি একবার প্রকাশ হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময়ে মধ্যাহ্নকাল প্রাপ্ত হইলে শিশির অভাবে সে কি প্রফুল্ল হইতে পারিত? এইরূপে তাহারদিগের স্বভাব বিকৃতি হইতে থাকিলে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইত ? কিন্তু অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বর এই সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ গুল্ম লতাদির স্বভাব সৃষ্টি করিয়া তদুপযুক্ত দিবারাত্রির পরিমাণ করিয়াছেন, এবং দিবারাত্রির দীর্ঘতা অনুসারে বৃক্ষাদির দৈনিক ক্রিয়াকাল পরিমাণ করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবীর মঙ্গল প্রচুর রূপে বিস্তীর্ণ হইতেছে।

জন্তুরও এই প্রকার অনেক দৈনিক স্বভাব আছে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সামান্যতঃ সমুদয় জন্তুর আবশ্যক এবং পরমেশ্বর দিবারাত্রির পরিমাণের সহিত উক্ত সকল শারীরিক কার্য্যের এপ্রকার সম্বন্ধ রচনা করিয়াছেন যে তাহারা ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সম্পন্ন হইলে সুস্থতা

দায়ক, এবং সম্যক্ সুখের কারণ হয়। সকল জন্তুরই এই রূপ দেহের অবস্থা যে তাহারা যষ্টি দণ্ড কালের মধ্যে আহার নিদ্রাদি সম্পন্ন করিতে সময় প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে অনেক প্রাণি জাতি দিবা ভাগে আহারাদি করে, এবং বাদুড় ও পেচক প্রভৃতি কতক গুলীন রাত্রিকালে আহারাদি করে। যাহারা দিবাচর তাহারা রজনীতে নিদ্রা যায়, এবং যাহারা রাত্রিচর তাহারা দিবসে নিদ্রিত থাকে। কিন্তু জন্তু-দিগের ব্যবহার সহস্রপ্রকার হউক, তথাপি পৃথিবীর একবার আহ্নিক গতির মধ্যে দিবস যামিনীর একবার পরিবর্ত্তনের মধ্যে, তাহারদিগের আহারাদি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

মনুষ্যের প্রকৃতিও এই পরিমিত সময়ের সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত নহে। মনুষ্য উত্তমাধম সমুদয় ব্যাপার স্পষ্ট রূপে দর্শন করিয়া সংসার নির্ব্বাহে নিযুক্ত থাকিবেন এই জন্য জগদীশ্বর আলোকযুক্ত দিবসের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপযুক্ত পরিমাণ করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিবসের পরি-শ্রমে ক্লিষ্ট হইলে তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রান্ত হইবেন এই নিমিত্তে তাঁহার স্বভাব যোগ্য রজনীর সৃষ্টি ও পরিমাণ করিয়াছেন-যে তখন লোকালয় সকল বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর পাওয়াতে এবং সুতরাং জনরবশূন্য হওয়াতে বিনা ব্যাঘাতে তাঁহার নিদ্রা হইতে পারে। পরে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা দ্বারা ক্লেশ দূর হইয়া যখন শ্রমের যোগ্যতা পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন ঈশ্বর প্রেরিত বিহঙ্গ সকল প্রত্যূষে অগ্রে জাগ্রৎ হইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম ভূমিতে আহ্বান করে। দেশ বিশেষে দিবা রাত্রি ও শীতউষ্ণতার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত মনুষ্যের শারীরিক অবস্থারও ইতর বিশেষ আছে, কিন্তু

সমুদয় প্রকার অবস্থান্বিত মানবগণ আহারাদি সমুদয় দৈনিক কার্য্য ষষ্টি দণ্ডের মধ্যেই সম্পাদন করিলে স্বচ্ছন্দ থাকেন। প্রতিদিন ঘটিকা যন্ত্রের কার্য্য সকল যে রূপ পুনরাবৃত্ত হয়, সেই রূপ আমারদিগের শরীর যন্ত্রের কার্য্য সকলও পৃথিবীর দৈনিক গতির সঙ্গে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে। বিবেচনা কর, পৃথিবীর আহ্নিক গতির কালের দীর্ঘতা যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা চতুর্গুণ হইত, তবে তাহা আমারদিগের কি ক্লেশ, কি বিরক্তি, এবং কি অসহিষ্ণুতার কারণ হইত? কিম্বা পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরিমাণ কাল এতাদৃশ থাকিয়া আমারদিগের যদি একমাস অন্তরে এক দিন স্বভাবতঃ সুষুপ্তির আবির্ভাব হইত, তাহাতেও ত্রিশ দিন দিবা রাত্রি অবিশ্রামে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা একেবারে বিকল হইয়া পড়িতাম। অথবা মাসান্তে এক বার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হইলে উপ-যুক্ত অন্নরসের অভাব হেতু বলহীন শরীর দ্বারা কি প্রকারে সংসারের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত? কিন্তু জগদীশ্বর এসমুদয় উপ-দ্রব হইতে অবনী মণ্ডলকে মুক্ত রাখিয়াছেন, সুনিয়ম সংস্থা-পন দ্বারা জীব সকলকে নির্ভয় করিয়াছেন, এবং আপনার করুণা সংসারে বিস্তার রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

কি আশ্চর্য্য যে পৃথিবীর গতির পরিমাণ মাত্রের সঙ্গে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি এতাদৃশ সম্বন্ধে বদ্ধ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধ মাত্র তাহারদিগের এতাদৃশ মঙ্গলের কারণ হইয়াছে. এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা জানিয়াছি যে অন্য কত তেজোমণ্ডল যাহা আমারদিগের মস্তকোপরি উদ্দীপ্ত দেখিতেছি তাহারদিগে-রও এই প্রকার আহ্নিক গতি এবং সাম্বৎসরিক গতি আছে;

অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহাতেও পরমেশ্বরের এই রূপ অনন্তজ্ঞান এবং অনন্ত দয়া প্রচারিত রহিয়াছে। সেই পুরুষ ধন্য যিনি বিবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন দ্বারা এই অনন্ত তুল্য বিশ্বরাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, যাহাতে তাঁহার অপার মহিমা এবং অসীম করুণা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

তৃতীয়াধ্যায়।

৪ আশ্বিন ১৭৬৬

হস্ত হইতে এক খণ্ড প্রস্তর স্খলিত হইলে তাহা ঊর্দ্ধদিকে গমন না করিয়া অধোভাগে পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়? এই প্রশ্ন বিচার করিলে অবশ্য প্রত্যয় হইবে যে পৃথিবীর এমত এক স্বভাব আছে যাহার বল দ্বারা সেই প্রস্তর খণ্ড ঊর্দ্ধ গমনে অশক্ত হইয়া ভূমি তলে আগমন করে। এই স্বভাবের নাম আকর্ষণ এবং ইহা সমুদয় জড় পদার্থের এক সাধারণ গুণ।

প্রতি পরমাণুতে এই আকর্ষণ শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে, সে দ্রব্যের আকর্ষণ শক্তি তত পরিমাণে অধিক হয়। পৃথিবী তাহার নিকটবর্ত্তি সমুদয় দ্রব্য অপেক্ষা অধিক পরমাণু বিশিষ্ট হওয়াতে সকল দ্রব্যকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। এপ্রযুক্ত যে সকল দ্রব্য

নিরবলম্ব তাহারা কোন বস্তু দ্বারা প্রতিবদ্ধ না হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং যে সকল দ্রব্য সাবলম্ব অর্থাৎ হস্ত বা মস্তক বা অন্য কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠান করে, তাহারা সেই হস্তাদি অবলম্বকে ভারাক্রান্ত করিয়া ভারিত্বের বোধ জন্মায়। ইহাতেই দ্রব্য ভারী হয়, অতএব আকর্ষণ শক্তিই কেবল ভারিত্বের কারণ। পরন্তু আকর্ষক দ্রব্য যে পরিমাণে স্থূল হয়, তাহার আকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তাহার দ্বারা আকৃষ্ট দ্রব্যও সেই পরিমাণে ভারী হয়। পৃথিবী যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা স্থূলতর হইত তবে তাহার আকর্ষণ শক্তি অধিক হইয়া পৃথিবীস্থিত দ্রব্য সকলও অধিক ভারি হইত।

কিন্তু জগদীশ্বর কি সূক্ষ্মরূপে কি আশ্চর্য্যরূপে এই পৃথিবীর স্থূলত্ব পরিমাণ করিয়াছেন যাহাতে যথা আবশ্যক আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়া দ্রব্য সকলকে ধরণীর ক্রোড়ে বদ্ধ রাখিতেছে। পৃথিবী যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা কোটি গুণ স্থূল হইত, তবে তদনুসারে তাহার কোটি গুণ আকর্ষণ বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীস্থ বস্তু সকল কোটি গুণ ভারি হইলে কি দুরবস্থা হইত! বৃক্ষের স্কন্ধ তাহার শাখা সকলের ভার ধারণ করিতে অশক্ত হইত, শাখা গণ তাহারদিগের পত্রাদি গুচ্ছ ভারে ভগ্ন হইত, এবং বৃন্ত সকল উপযুক্ত মত তাহারদিগের সংলগ্ন পুষ্প ফলকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইত। জন্তুদিগের স্তম্ভ স্বরূপ যে পদ তাহা কি তাহারদিগের শরীরকে ইতস্তত বহন করিতে শক্তিমান্ হইত? অধিক আকর্ষণ বলে বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে স্বেদ নিঃসরণ বা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কি সম্ভব হইত? এবং বর্ষণের জল

বিন্দু পর্য্যন্ত শিলা অপেক্ষাও ভারী হইলে এ পৃথিবীস্থিত প্রাণিগণের শরীর রক্ষা কি সুসাধ্য হইত? পৃথিবীর স্থূলত্ব সুতরাং আকর্ষণের বর্ত্তমান পরিমাণ অন্যথা হইলে সমুদয় অবনী উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা। ধরণী অতি লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণও অতি অল্প হইলে অন্য এক বিপরীত প্রকার অশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। পৃথিবীস্থ সকল দ্রব্য অতি অল্প শক্তিতে চাঞ্চল্যমান হইত, অতি ক্ষীণ শক্তি দ্বারা তাহারা পুনঃ পুনঃ ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা অস্থির অবস্থায় থাকিত বা চূর্ণ হইত। ইহার দুই তিন বিশেষ দৃষ্টান্তের প্রতি বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৃক্ষ লতাদি সকলের এই প্রকার স্বাভাবিক কৌশল আছে যে তাহারা মূলের দ্বারা পৃথিবী হইতে রস শোষণ করে এবং তাহারদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তি নির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা সেই রস প্রতি শাখা পল্লব পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে ব্যাপ্ত হয়। বৃক্ষের মৃত্তিকাস্থিত মূল অবধি ঊর্দ্ধস্থিত অগ্রভাগ পর্য্যন্ত রস সঞ্চালনে কি সামান্য শক্তির প্রয়োজন হয়? মূল অবধি প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি এক এক রস ধারাকে কেবল স্থকিত রাখিতে হয়, তাহাতেই কি অল্প শক্তি আবশ্যক? কোন বৃক্ষ যদি দ্বাবিংশতি হস্ত উচ্চ হয় তবে এক হস্তের অষ্টম ভাগ স্থূল রস ধারাকে ঊর্দ্ধ দিকে কেবল স্থির রাখিবার জন্যে প্রায় বত্রিশ সের ভার ধারণ যোগ্য শক্তি আবশ্যক হয়। কিন্তু সে রস ধারা স্থির নহে, প্রতিক্ষণ অত্যন্ত বেগের সহিত সমুদয় পত্র পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা কি অল্প শক্তির কর্ম্ম? এই ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্তে ঈশ্বর বৃক্ষাদির মধ্যে যে যন্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহার দ্বারা প্রবল

শক্তির সহিত পৃথিবী হইতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধ্ব দিকে রস উত্থিত হইতেছে, কিন্তু পৃথিবীও আপনার আকর্ষণ শক্তি দ্বারা সেই বৃক্ষস্থ ঊর্দ্ধ্বগামি রস ধারাকে ভূমিতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। অতএব ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা পরমেশ্বর বৃক্ষাদির ঐ শারীরিক বলকে সেই প্রকার সূক্ষ্মরূপে পরিমাণ করিয়াছেন যাহাতে অবনির আকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা পরাভূত হইয়া সেই রূপ বেগে রসের সঞ্চালন হয় যাহাতে তাহারা নষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ উন্নতই হইতে থাকে। উদ্ভিজ্জের ঊর্দ্ধ্ব আকর্ষণ এবং পৃথিবীর অধঃ আকর্ষণ এই উভয় শক্তির পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ এবং অভ্রান্ত পরিমাণ দ্বারা বৃক্ষাদির রস পর্য্যটন কার্য্য অতি পরিপাটী রূপে নিয়ম পূর্ব্বক সম্পন্ন হইতেছে। পৃথিবী স্থূলতর হইয়া তাহার আকর্ষণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অধিক হইলে ঊর্দ্ধ্ব রস সঞ্চালনের বেগও অবশ্য অল্প হইত তাহাতে যে ঋতুতে রসের যেরূপ প্রাচুর্য্য আবশ্যক তাহার অভাব হইয়া সুতরাং তরুলতাদি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক দশা প্রাপ্ত হইত। পৃথিবীর স্থূলত্বের বৃদ্ধির সহিত তাহার আকর্ষণের এপ্রকার বৃদ্ধি করিলেও ঈশ্বর করিতে পারিতেন যাহাতে উদ্ভিজ্জ জীবনের মূলীভূত যে রসের গতি তাহা এক কালীন রুদ্ধ হইত; তাহা হইলে এই রত্নময়ী পৃথিবীতে বৃক্ষাদির শোভা কোথায় থাকিত? তৃণ পত্র শস্যাদির অভাবে আমরাই বা কোথায় থাকিতাম? অথচ পৃথিবী এইক্ষণকার অপেক্ষা লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণ অতি ক্ষীণ জন্য বৃক্ষাদির ঊর্দ্ধ্বগামি রস অতি প্রবল বেগে এবং অধোগামি রস অতি মৃদু বেগে সঞ্চালিত হইলেও তাহারদিগের বিনাশ হইত।

প্রাণিদিগের শরীরের সহিত পৃথিবীর স্থূলত্বের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে! জন্তুর শরীর মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে মাংসপেশী সকল আছে, সেই সকল মাংসপেশীর সঙ্কোচন এবং শৈথিল্য দ্বারা বল উৎপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারাই দেহ যন্ত্রের সমুদয় কার্য্য নিপুণরূপে সম্পন্ন হয়। সেই বল দ্বারা জন্তুসকল গমন ভোজন ধাবন প্রভৃতি কত কর্ম্ম সাধন করে এবং কেবল সেই বল দ্বারাই পৃষ্ঠোপরি বা মস্তকোপরি তাহারা প্রকাণ্ড ভার সকল বহন করিতেছে। কিন্তু জন্তুদিগের এই স্বভাব সত্ত্বে যদি পৃথিবীর স্থূলত্ব বৃদ্ধির দ্বারা আকর্ষণের বৃদ্ধি হইত, তবে সেই আকর্ষণ শক্তি জন্তুদিগের শারীরিক বলের প্রতিবন্ধক হওয়াতে তাহারা স্ফূর্ত্তির সহিত গতিবিধি করিতে সমর্থ হইত না। অধিকতর বলবান্ আকর্ষণ দ্বারা প্রাণিগণের বলের পরিমাণ অপেক্ষা শরীর অধিক ভারযুক্ত হইলে তাহারদিগের শরীর সঞ্চালন অতি কষ্ট সাধ্য হইত। ইহ হইলে মনুষ্যের বশীভূত অশ্বগণ যথা প্রয়োজনমতে শীঘ্র বেগে ধাবিত হইত না, মৃগশাবক সকল আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া অরণ্যময় নৃত্য করিত না, লঘুদেহ পক্ষিগণ পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রফুল্লতার সহিত বায়ু সাগরে ভাসমান হইত না, অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলে মধুমক্ষিকেরা পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া সুখের সহিত মধুসঞ্চয় করিত না এবং আনন্দময় শিশু সকল প্রফুল্ল আননে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া মাতা পিতার স্নেহ পূর্ণ অন্তঃকরণকে প্রসন্ন করিত না। পৃথিবীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই এই সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা; অবনির এপ্রকার প্রকাণ্ড স্থূলত্ব হইলেও হইতে পারিত

যে তাহাতে আকর্ষণ আত্যন্তিক অপরিমিত হইয়া সমুদয় জঙ্গম জন্তুকে স্থাবর বৃক্ষাদির ন্যায় অচল করিত, যাহাতে এপৃথিবী বর্ত্তমান জন্তু সকলের আবাস যোগ্য হইত না। অথচ পৃথিবী অতি লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণ অতি অল্প হইলে আমারদিগের শরীর অতি অল্প আঘাত দ্বারাতেও ভগ্ন হইত, বায়ুর পরমাণু সকল দূর দূর হইয়া জীবন ধারণের উপযুক্ত বায়ু সেবন হইত না তাহাতে রক্তের স্বভাব বিকৃত হইলে আমরা এজগৎকে দর্শন করিতে আর থাকিতাম না।

শরীরের রক্ত সঞ্চালন এবিষয়ের এক প্রধান দৃষ্টান্ত। আমারদিগের দেহ মধ্যে হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া অগণ্য নাড়ীর দ্বারা শরীরময় সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইতেছে, সকল অঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে প্রত্যাগত হইতেছে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে এবং শরীরের অন্য অন্য অঙ্গকে নিয়ত পোষণ করিতেছে, এবং একাদিক্রমে বায়ুর সহিত সংলগ্ন দ্বারা অনবরত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরকে বিকার হইতে মুক্ত রাখিতেছে। এইপ্রকারে রক্ত পর্য্যটন মনুষ্য জীবনের মূলীভূত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য বেগে রক্ত সঞ্চালন হয়. পরীক্ষা দ্বারা প্রতীতি হইয়াছে যে শরীরস্থ রক্ত প্রতিপলে প্রায় চল্লিশ হস্ত ধাবিত হয়, সমুদয় রক্ত প্রতিদণ্ডে প্রায় অষ্টবার শরীর পর্য্যটন করে, এবং এই প্রকার বেগবান্ হওয়াতেই তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা পায়। রক্ত যখন হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ঊর্দ্ধগতি দ্বারা শরীরে সঞ্চালিত হয়, তখন পৃথিবী তাহার প্রতিকূলে নিম্নদিকে তাহাকে আকর্ষণ করে; যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা পৃথিবী অধিক গুরুতর হইত তবে তদ্দ্বারা আকর্ষণের

শক্তি বৃদ্ধি হইয়া ঊর্দ্ধগামি রক্তের বেগ হ্রাস হইলে যথা প্রয়োজন মতে শরীরের রক্ত পরিবেশন অসম্ভব হইত, এবং অধোগামি রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইলেও শরীর যন্ত্রের ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইত। অথচ পৃথিবী এইক্ষণকার অপেক্ষা লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণ অতি ক্ষীণ জন্য ঊর্দ্ধ গামি রক্ত অতি প্রবল বেগে এবং অধোগামি রক্ত অতিমৃদু বেগে সঞ্চালিত হইলেও জীবন রক্ষা দুষ্কর হইত। এস্থলে বর্ত্তমান আকর্ষণ সুতরাং পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিমাণ আমারদিগের জীবনের মুখ্য কারণ হইয়াছে।

ফলতঃ জগদীশ্বর উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদিতে সেই প্রকার শক্তি স্থাপন করিয়াছেন, জন্তুদিগের অঙ্গে সেই প্রকার বলকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং শরীরের রক্তে সেই প্রকার বেগ সমর্পণ করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবীর আকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা পরাভূত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতেছে; এবং পৃথিবীতে সেই প্রকার স্থূলত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি পরমাণুতে সেই প্রকার পরিমিত আকর্ষণ বল সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে তাহা ক্ষিতিতলস্থ কোন পদার্থের অনিষ্ট দায়ক না হইয়া সকলেরই মঙ্গলের কারণ হইয়াছে।

যে পুরুষ পদার্থমাত্রে এক আকর্ষণ শক্তি অর্পণ করিয়া পরস্পর দূরবর্ত্তি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতিকে যথা স্থানে নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন, এবং সেই আকর্ষণ শক্তিকে যে পুরুষ এই অবনিস্থিত লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণি জাতের শারীরিক বলের সহিত সূক্ষ্ম রূপে পরিমাণ করিয়া একরূপ সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার শক্তি কি,

বিচিত্র, জ্ঞান কি আশ্চর্য্য, মহিমা কি অনির্ব্বচনীয়, করুণা কি অনন্ত!

চতুর্থাধ্যায়।

১৮ আশ্বিন ১৭৬৬

যে প্রকার কদম্ব পুষ্পের কেশর সকল তাহার গ্রন্থিকে পরিবেষ্টন করিয়া স্থিতি করে, সেইপ্রকার বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্থাপিত আছে। এই বায়ু মণ্ডল পৃথিবী হইতে প্রায় পঞ্চ যোজন উচ্চপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, এবং তাহার প্রত্যেক হস্ত দীর্ঘ প্রস্থ স্থানে প্রায় ৬৫ মণ বায়ুর ভার রহিয়াছে। যে প্রকার সাগরের মধ্যে মৎস্যাদি জলজন্তু সকল বসতি করে, সেই প্রকার এই বায়ু সমুদ্রের মধ্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষি, বৃক্ষ, লতাদি মগ্ন রহিয়াছে। এই বায়ু নানা বিধ গুণ দ্বারা এপৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুর প্রাণ হইয়াছে, এবং ইহার পরিমাণ মাত্রে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ পাইতেছে তাহা স্মরণ করিতে মন আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই বায়ু মণ্ডলের উপরিস্থ বায়ুর ভার দ্বারা নিম্নস্থ বায়ুর কিয়দংশ সঙ্কুচিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, এবং তদ্দ্বারা জলজন্তু সকল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যদি বায়ুমণ্ডলের পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইয়া

অল্প ভার প্রযুক্ত বায়ুর অংশ জল মধ্যে উপযুক্ত মত প্রবিষ্ট না হইত, তবে কোন্ জীব জলে জীবন ধারণ করিতে শক্তিমান্ হইত ?

আশ্চর্য্য যে বায়ুর ভার না থাকিলে জল এ পৃথিবীতে বাস্পের আকৃতি গ্রহণ করিত। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা তরল বা কঠিন কেন হয় ইহার কারণ অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে যে দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর অধিক নিকটবর্ত্তি বা অধিক সঙ্কুচিত সেই দ্রব্য গাঢ় বা কঠিন হয়, এবং যে দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর অল্প সঙ্কুচিত বা দূর দূর স্থায়ি তাহা তরল বা লঘু হইয়া থাকে। কার্পাস রাশির উপরে লৌহ আদি কোন গুরু বস্তু রাখিলে নিম্নস্থ কার্পাস সঙ্কুচিত হইয়া যে রূপ কঠিন হয়, তদ্রূপ জল সামান্যতঃ বাস্প স্বরূপ লঘু হইলেও বায়ু ভারে আক্রান্ত প্রযুক্ত গাঢ় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবের তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে বায়ু মণ্ডলের ভার দ্বারা জলের জলত্ব হইয়াছে। এই ক্ষণে বিবেচনা কর যে জগদীশ্বর কি সূক্ষ্ম রূপে কি আশ্চর্য্য রূপে বায়ুর পরিমাণ করিয়াছেন; এই বায়ুর পরিমাণ যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইত তবে বায়ু মণ্ডলের ভার অল্প হইয়া এপৃথিবীর নদ নদী সাগরাদি সমুদয় জলাশয় বাস্প বা কুজ্ঝটিকাবৎ হইত। বায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেও তাহার বৃহৎ ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া জল সমূহ মৃত্তিকাবৎ বা প্রস্তরবৎ কঠিন হইত; ইহাতে জীবের জীবন কি প্রকারে রক্ষা পাইত ?

এই দৃষ্টান্তে বায়ুর বর্ত্তমান পরিমাণ গৌণ রূপে আমার-

দিগের জীবনের আধার হইয়াছে, কিন্তু ইহার এক মুখ্য দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন্। রাশীকৃত কার্পাস কোন স্থানে স্থাপিত হইলে তাহার উপরিস্থ কার্পাসের ভার দ্বারা নিম্ন ভাগস্থ কার্পাস ঘনীকৃত হয়, সেই রূপ বায়ু মণ্ডলের উপরি ভাগস্থ বায়ুর ভার দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া ঘন হয়। এই হেতু পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে পর্ব্বতের অধোভাগস্থ বায়ু অপেক্ষা তাহার শিখরস্থ বায়ু অত্যন্ত লঘু হয়, এবং যে স্থান ভূমি হইতে যত উচ্চ, সেই স্থানের বায়ু তত লঘু হয়। এই রূপ উপরিস্থ বায়ুর ভার দ্বারা অবনীর নিকটস্থ বায়ু ঘনীভূত হওয়াতে আমারদি-গের নিশ্বাস নিঃসরণের যোগ্য হইয়াছে; কিন্তু বিবেচনা কর যে বায়ু মণ্ডলের পরিমাণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অধিক হইলে উপরিস্থ বৃহৎ বায়ু রাশি দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া নিম্নস্থ বায়ুর পরমাণু সকল অত্যন্ত সঙ্কুচিতজন্য কুজ্ঝটিকাবৎ বা জলবৎ যদি ঘন হইত তবে তাহাতে আমরা ধূমাচ্ছন্ন বা জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় নিশ্বাস নিঃসারণে অশক্ত হইয়া জীবনকে কি প্রকারে ধারণ করিতাম! বায়ু মণ্ডলের পরিমাণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অতিশয় অল্প হইলেও কেবল অনিষ্ট ঘটনারই সম্ভাবনা থাকিত। উপরিস্থ বায়ুর অল্প ভার প্রযুক্ত নিম্নস্থ বায়ুর পরমাণু সকল অল্প সঙ্কুচিত হইয়া এইক্ষণকার, অপেক্ষা লঘুতর হইলে আমারদিগের জীবন রক্ষার উপযুক্ত বায়ু সেবন হইত না। আমারদিগের শরীরের এই প্রকার স্বভাব আছে যে হৃদয় হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়া আপাদ মস্তক সকল অঙ্গ পর্য্যটন করিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে প্রত্যাগত হয়। এই প্রত্যাগতি কালে

তাহার জীবন ধারণ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অতি মলিন হয়, কিন্তু সেই মলিন রক্তের সহিত বায়ুর এপ্রকার সম্বন্ধ আছে যে তাহা নিশ্বাস দ্বারা হৃদয়স্থ রক্তে সংলগ্ন হইলেই সেই রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার জীবনোপযোগি গুণ ধারণ করে। শরীরের এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রতিপলে প্রায় তিন মণ বায়ু আবশ্যক হয়, এবং আমরাও যথা প্রয়োজন সেই পরিমিত বায়ু প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমারদিগের দেহের এই অবস্থা থাকিয়া বায়ু যদি এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ লঘু হইত, তবে উপযুক্ত বায়ু বিরহে প্রয়োজন মত রক্তের পরিশুদ্ধি হইত না, সুতরাং তাহাতে রক্তের বিকৃতি হইলে আমরা এ সংসারকে দৃষ্টি করিতে আর থাকিতাম না। যে কোন ব্যক্তি অধিক উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি উত্থান করিয়াছেন, তিনি জানিয়াছেন যে সে স্থানে বায়ুর কিঞ্চিৎ লঘুতা বশতঃ নিশ্বাস উপযুক্ত রূপে প্রবাহিত না হওয়াতে মহা ব্যামোহ উপস্থিত হয়, এবং তাহার দ্বারা কেহ কেহ মূর্চ্ছা গতও হইয়াছেন। বায়ুর কিঞ্চিৎ লঘুতা দ্বারা এই সকল দুর্ঘটনা হয়, ইহাতে অধিক লঘুতা হইলে কি আর এ পৃথিবী জীবের আবাস যোগ্যা হইত?

মরুৎমণ্ডলের পরিমাণ অন্যথা হইলে বায়ুর সঞ্চালনও মহা উপদ্রবের কারণ হইত। মৃৎপিণ্ড এবং লৌহ পিণ্ড যদি সমান বেগে গমন করে, তবে লৌহ পিণ্ড অবশ্য অন্য দ্রব্যকে অধিক বলের সহিত আঘাত করিবে, যেহেতু মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা লৌহ পিণ্ড অধিক পরমাণু বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক বল ধারণ করে। যে বেগে মৃত্তিকাপিণ্ড কোন অঙ্গকে কেবল বেদনা গ্রস্ত করে, সেই বেগে লৌহপিণ্ড

তাহাকে ভগ্ন করে। এইক্ষণে বিবেচনা কর যদি উপরিস্থ বায়ুর অধিক ভার দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু গাঢ় হইত, তবে এইক্ষণকার লঘু বায়ুর যে মন্দ গতি দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয়, শত গুণ গাঢ় বায়ু সেই গতি বিশিষ্ট হইলে এইক্ষণকার ঝড়ের ন্যায় প্রবল জ্ঞান হইত, এবং সেই কল্পিত শত গুণ গাঢ় বায়ু এইক্ষণকার ঝড়ের ন্যায় বেগবান্ হইলে শত গুণ বলিষ্ঠ হইয়া অরণ্য গৃহ প্রভৃতি সমুদয় উচ্ছিন্ন এবং ভূমিসাৎ করিত। তদ্রূপ বায়ুর লাঘব হইলেও এপৃথিবীর অমঙ্গলের সীমা থাকিত না। বর্ত্তমান বায়ু মৃদু গতিতে সঞ্চালিত হইলে তাহার হিল্লোলে শরীরের স্নিগ্ধতা হয় এবং স্বচ্ছন্দতা জন্মে, কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা শত গুণ লঘু বায়ু সেই প্রকার মৃদু গতি বিশিষ্ট হইলে আমারদিগের ত্বগিন্দ্রিয়ের গোচরও হইত না। এই রূপ যে প্রকারে বিবেচনা করা যায় সেই প্রকারেই বোধ হয় যে বায়ুর বর্ত্তমান পরিমাণই এ পৃথিবীর উপযুক্ত এবং মঙ্গল জনক হইয়াছে। অতএব যে পুরুষ বায়ুর পরিমাণ মাত্রে এপ্রকার আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে এ পৃথিবীর বিনাশ হইত, তিনি ধন্য — তিনিই ধন্য।

পঞ্চমাধ্যায়।

৬ অগ্রহায়ণ ১৭৭৬

অগ্নির এই স্বভাব আছে যে তাবৎদ্রব্যের পরমাণু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পরস্পর দূর দূর স্থায়ি করে।

তাহার এই গুণ প্রযুক্ত জল উত্তপ্ত করিলে তাহার অণু সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাষ্পরূপে পরিণত হয়। জলের সহিত তাহার এই সম্বন্ধ থাকাতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইতেছে! সূর্য্যের তেজ সংযোগ দ্বারা সমুদ্রাদির জল বাষ্পরূপে আকাশে উড্ডীয়মান হয়, এবং বায়ু মণ্ডলের যে স্থানীয় বায়ুর সহিত সেই বাষ্পের ভার সমান হয়, সেই স্থানে স্থির হয়, এবং তথাকার শীতল বায়ু দ্বারা তাহার অণু সকল পুনর্ব্বার একত্র হইয়া মেঘের উৎপত্তি করে। নদী বা সরোবর হইতে অবিরতই বাষ্প উত্থিত হয়, তাহার অণু সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত সকল কালে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু শীতকালে সরোবরাদির উপরিস্থ শীতল বায়ুতে সংযুক্ত হইবা মাত্র বিন্দু বিন্দু হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়, এবং ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া কুজ্ঝটিকা জন্মে। সেই রূপ অদৃশ্য বাষ্প সমূহ মরুৎ মণ্ডলের ঊর্দ্ধ্ব ভাগে উত্থান পূর্ব্বক শীত দ্বারা ঘনীভূত হইয়া মেঘের উৎপত্তি করে।

এই রূপে উৎপন্ন মেঘ মাত্র জন্তু এবং উদ্ভিজ্জ উভয়েরই উপকারের কারণ। পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে মেঘহীন উষ্ণকালের এক মাস অপেক্ষা মেঘাচ্ছন্ন সপ্তাহ মাত্রে বৃক্ষাদি অধিক বৃদ্ধি হয়; এবং এই মেঘের অংশ সকল শীত দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া গাঢ় হইলে বৃষ্টি হয়, যে বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার না হইতেছে? ইহাতে ধান্যাদি শস্য এবং আম্রাদি ফল উৎপন্ন হইয়া নানা জীবের জীবিকা দান করিতেছে, এবং বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উত্তাপ হ্রাস জন্য মনুষ্যাদি সকলের শরীর স্নিগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিতেছে।

বাষ্পের দ্বারা আর এক অসাধারণ মঙ্গল উৎপন্ন হয়। বৃক্ষাদির পত্রে এই প্রকার গুণ আছে যে তাহাতে বাষ্প লগ্ন হইলে সেই পত্র তাহাকে গ্রাস করে। এই গুণ থাকাতে পৃথিবী হইতে সর্ব্বদা যে সকল বাষ্প উত্থান করে তাহা বৃক্ষাদির পুষ্টি জনক হয়। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম কালে যখন তীক্ষ্ণতর রৌদ্র দ্বারা পৃথিবী নীরসা হওয়াতে বৃক্ষগণ শুষ্ক প্রায় হইতে থাকে, তখন সূর্য্যের অধিক উত্তাপে অধিক ভাগে বাষ্প উত্থিত হইয়া বৃক্ষাদিকে জীবিত রাখে। বর্ষার ন্যায় শীত ঋতুতে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু বাষ্প অল্প দূর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া শীত দ্বারা সঙ্কুচিত প্রযুক্ত শিশির রূপে পতিত হইয়া বৃক্ষাদিকে জীবিত রাখে, এবং শস্য সকলকে উৎপন্ন করে। এই রূপে যে কালে যে প্রকার প্রয়োজন, পরমাশ্চর্য্য নিয়ম বশতঃ সেই কালে সেই পরিমিত বাষ্পের কার্য্য উৎপন্ন করিয়া পরমেশ্বর সাধারণরূপে অবনীর মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

অন্য অন্য দ্রব্যের ন্যায় জলেরও এই স্বভাব আছে যে শীত দ্বারা ঘন হইয়া ভারী হয়, এবং তেজ দ্বারা তরল হইয়া লঘু হয়। যে সকল শীতল দেশে অত্যন্ত শীত দ্বারা জল কঠিন হইয়া বরফ হয় তাহাতে যদি সেই বরফ জলের উক্ত সাধারণ নিয়ম দ্বারা ভারী হইয়া জল মধ্যে একবার মগ্ন হইত, তবে তাহা আর দ্রব হইবার কোন উপায় থাকিত না, যেহেতু সূর্য্যের তেজ নদী সমুদ্রাদির উপরি ভাগে সংলগ্ন হইয়া যদিও কিয়দংশ জলকে উত্তাপ দ্বারা দ্রব করিত, কিন্তু সেই উত্তপ্ত জল লঘুতা প্রযুক্ত নিম্নে মগ্ন না হওয়াতে নীচের বরফে গ্রীষ্ম লগ্ন হইতে পারিত না,

স্বতরাং তাহা কদাপি আর দ্রব হইবার সম্ভাবনা থাকিত না ইহা হইলে শীতল দেশের নদী বা সমুদ্র সকল যাহা শীত কালে কঠিন হইয়া বরফ হয়, তাহারা আর কদাপি দ্রব না হওয়াতে নৌকাদির গম্য হইতন, এবং জল জন্তুর আবাস যোগ্য হইত না। কিন্তু জগদীশ্বর এসকল দুর্ঘটনার শঙ্কা নিবারণ করিয়াছেনঃ তিনি এই মহোপকারি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে জল যদিও শীত দ্বারা ঘন ও ভারী হইতে থাকে, কিন্তু যখন অত্যন্ত শীতল হইয়া বরফ হয়, তখন বিস্তারিত হইয়া লঘুতা প্রাপ্ত হয়, স্বতরাং জল মধ্যে মগ্ন না হইয়া তাহার উপরি ভাগে ভাসমান থাকে। ইহাতে মৎস্যাদি জলচর গণ তাহারদিগের উপরি ভাগে অট্টালিকার ছাদের ন্যায় আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া বহিঃ শীত হইতে রক্ষিত হয়, এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া ক্রীড়া করত স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, এবং গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে সেই বরফ দ্রব হইলে নৌকাদি নিঃশঙ্কায় গমনাগমন করিতে শক্ত হয়।

অতএব যে পুরুষ জল এবং তেজের এই এক সম্বন্ধ মাত্র দ্বারা এপ্রকার অপূর্ব্ব ফল সকল উৎপন্ন করিয়াছেন যাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে এপৃথিবীর স্বখ দূরে থাকুক, সমুদয় মর্ত্ত্য জীবের উচ্ছেদ হইত, তাঁহার মহিমা কি আশ্চর্য্য এবং করুণা কি অনির্ব্বচনীয়.

ষষ্ঠাধ্যায়।

৫ পৌষ ১৭৬৬

পরমেশ্বর দ্রব্য মাত্রের সহিত আমারদিগের কর্ণের এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়াছেন যে পরস্পর দ্রব্যের প্রতিঘাত দ্বারা স্পন্দিত বায়ু কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে শব্দের জ্ঞান হয়। বাগ্‌যন্ত্র সকলকে এপ্রকার বিচিত্ররূপে রচনা করিয়াছেন যে তাহারদিগের স্থকৌশলযুক্ত প্রতিঘাতে স্থশব্দ বাক্যের উৎপত্তি হইতেছে যে বাক্যের দ্বারা আমরা স্থখ, দুঃখ, বাসনা প্রভৃতি মনের ভাব অন্যের নিকটে অনায়াসে ব্যক্ত করিতেছি। এই জড়পদার্থ জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্রের সহিত নিরাকার মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ যে তাহাতে কোন ভাবের উদয় মাত্র বাক্য যন্ত্র দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতেছি, এবং সেই জিহ্বাদির প্রতিঘাতের সহিত পুনর্ব্বার কর্ণের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ যে তদ্দ্বারা এক ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র অন্য কত ব্যক্তি তাহা অনায়াসে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। এই বাক্য থাকাতে রোগ বা যন্ত্রণা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতেছি। আত্মীয়তা, সদালাপ, সৎপরামর্শ, জ্ঞানোপদেশ, ইত্যাদি স্থখের হেতু সকল এই বাক্য বিনা কোথায় থাকিত? কিন্তু বর্ত্তমান এই কিঞ্চিৎ উপকার মাত্র কি বাক্যের ফল? ইহার দ্বারা পৃথিবীর অসাধারণ মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। বায়ুর সহিত পুষ্পের সৌরভ যে প্রকার সঞ্চালিত হয়, ভাষার স্রোতে মনুষ্যের জ্ঞানও সেই প্রকার পরম্পরা আবহমান হইয়া আসিতেছে, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি ক্রমশঃ

অধিক হইতেছে। মনুষ্য পূর্ণ শতায়ু হইলেও কেবল আপন চেষ্টা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে শক্ত হয়েন, তদ্দ্বারা তাঁহার আপন জীবন পালন করাই দুঃসাধ্য হয়। ইহাতে পদার্থ বিচার, জ্যোতিরাদি নানা শাস্ত্র কি প্রকারে কেবল এক ব্যক্তির যত্ন দ্বারা লব্ধ হইত? এক ব্যক্তি জলের গুণ শিক্ষা করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি বায়ুর স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অপর কোন ব্যক্তি মৃত্তিকার গুণ অবগত হইয়াছেন; এইরূপে পদার্থ বিচারের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন ব্যক্তি সূর্য্যের দূর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা গ্রহ চন্দ্রাদির গতিবিধি নির্ণয় করিয়াছেন, অপর কেহ গ্রহণ গণনা স্থির করিয়াছেন; এইরূপে জ্যোতিষ্ শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এবম্প্রকারে পরম্পরা সাহায্য দ্বারা সমুদয় বিদ্যা প্রকাশ হইয়া ভাষার সহিত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে জ্যোতিরাদি নানা শাস্ত্রের উপদেশ আমরা গ্রন্থ অধ্যয়নাদি দ্বারা অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি, এবং পরম্পরা শ্রুতির প্রবাহ প্রচলিত জন্য তদ্দ্বারা ব্রহ্ম লাভও করিতেছি। বিবেচনা করিলে ভাষা ভূতকালকে বর্ত্তমান করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানকে ভবিষ্যৎ করিতেছে; দূরকে নিকট করিতেছে, বিদেশকেও স্বদেশ করিতেছে। অতি প্রাচীন কালে অতি দূর দেশীয় মনুষ্যের চিত্তে যে অভিপ্রায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষার দ্বারা এইক্ষণে আমারদিগের মনে স্থাপিত হইতেছে। এই ভাষার অভাব হইলে কোন গ্রন্থ প্রস্তুতই হইত না, কোন বিদ্যার চর্চ্চাই থাকিত না, সুতরাং বিদ্যার অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যের আর কি মনুষ্যত্ব থাকিত?

শব্দের বিচিত্রতা দ্বারাও অনেক মঙ্গল সম্ভব হয় বৃক্ষের দুই পত্র যেরূপ সমান নাই, এবং দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যে প্রকার সমান নহে, দুই জন্তুর স্বর সেইরূপ সমান হয় না। শব্দের এই বিচিত্রতা সামান্যতই সুখের কারণ; এক শব্দ অতি সুশ্রাব্য হইলেও তাহার ক্রমাগত শ্রবণ বিরক্তিজনক হইত। পরস্পর সকল মনুষ্যের পৃথক্ স্বর প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির শরীর দৃষ্ট না হইলেও বাক্যের দ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। মাতা দূর হইতে সন্তানের ক্রন্দন শুনিয়া তাহাকে দুগ্ধপান করাইতে গমন করেন, এবং গাভী সহস্র বৎসের মধ্য হইতেও তাহার আপন শাবকের চীৎকার শুনিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়।

কিন্তু যাহাতে আমারদিগের কেবল আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহাই কি পরমেশ্বর আমারদিগকে প্রদান করিয়া ক্ষান্ত আছেন? যতক্ষণ আমরা বিশেষ সুখি না হই ততক্ষণ তাঁহার করুণা আমারদিগের প্রতি নিরস্তা নহে। তিনি বিহঙ্গ সকলকে সেই প্রকার সুস্বর প্রদান করিযাছেন, যাহা শ্রবণে চিত্ত উদাস হয়; তিনি বাক্য যন্ত্রে সেই গুণ স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে মনোহর সঙ্গীত উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে উল্লাস জন্মে। এসকল আমারদিগের জীবন পালনের জন্য আবশ্যক নহে, আমারদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তেও সম্যক্ আবশ্যক হয় না,—আমরা যে বিশেষ রূপে সুখি হই এই নিমিত্তেই করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমারদিগের সম্বন্ধে স্বরকে বিশেষ আমোদের কারণ করিয়াছেন। হে পরমেশ্বর, তুমি কোন বিষয়ে সুখ বিস্তার করিতে আমারদিগকে বিস্মৃত হও নাই, আমরা যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই।

সপ্তমাধ্যায় ।

১৯ পৌষ ১৭৬৬ ।

পরমেশ্বর আলোকের সহিত আমারদিগের চক্ষুর এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়াছেন, এবং চক্ষুর সহিত মনকে এপ্রকার সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, যে কোন দ্রব্য স্থিত আলোক চক্ষুতে প্রতিভাত হইলে রূপের দৃষ্টি হয়। চক্ষু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য আর কি আছে, যে চক্ষু এরূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও এক কটাক্ষে অর্দ্ধ জগৎকে দর্শন করিতেছে? চক্ষু অতি কোমল বস্তু, কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় করুণাপূর্ণ পুরুষ দুই কবাট সেই চক্ষুর্দ্বারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহারা নিমেষে নিমেষে রুদ্ধ হইয়া নানা বিপদে রক্ষা করিতেছে। কি জানি এক চক্ষু কোন এক দুর্ঘটনা দ্বারা অকস্মাৎ নষ্ট হয়, এবিবেচনায় মনুষ্যকে তিনি দুই নেত্র প্রদান করিয়াছেন। কি জানি নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়, এজন্য তাহাতে এমত কৌশল তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে। নানা দিগে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন, এনিমিত্তে তিনি চক্ষুর এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন, যে তাহাকে ইচ্ছা মাত্র নানা দিগে চালনা করা যায়। স্থান বিশেষে আলোকের ন্যূনাধিক্য হয়, এনিমিত্তে তিনি চক্ষুর পুত্তলিকার এরূপ স্বভাব করিয়াছেন, যে অল্প আলোক সংযোগে তাহা বিস্তৃত হয়, এবং অধিক

আলোক সংযোগে সঙ্কুচিত হয়। এই অপূর্ব্ব নিয়ম বশতঃ ছায়াতে বা অল্প আলোক বিশিষ্ট স্থানে বিস্তৃত চক্ষুর পুত্তলিকা দ্বারা অধিক ভাগে আলোক গৃহীত হয়, এবং পূর্ণালোক যুক্ত স্থানে সঙ্কুচিত পুত্তলিকা দ্বারা অল্প ভাগে আলোক গৃহীত হয; এই জন্য অল্প আলোকে সম্পূর্ণ রূপে বস্তুর অদর্শন হয না, এবং প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কালের পূর্ণালোকেও চক্ষুর পীড়া জন্মে না।

এই আশ্চর্য্য চক্ষু দান দ্বারা পরমেশ্বর আমারদিগের প্রতি যে কি প্রকার করুণা প্রকাশ করিযাছেন, তাহা অন্ধ ব্যক্তির অবস্থাকে আলোচন করিলেই উপলব্ধি হইবেক। সে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি কত সুদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টি সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, কত বিষয়ের জ্ঞান লাভে অক্ষম হইয়াছে এবং ঈশ্বরের কত মহিমা সন্দর্শনে অসমর্থ হইয়াছে। সে পরের সাহায্য বিনা পাদ মাত্রও বিক্ষেপ করিতে পারে না, এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভক্ষ্য আহরণ করিতেও সমর্থ হয় না। তাহার অপেক্ষা বুদ্ধি শূন্য পশু জন্তুকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কিন্তু জগদীশ্বর চক্ষু দান দ্বারা আমারদিগকে এ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সহস্র প্রকারে জ্ঞান ও সুখের উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদি এরূপ কোন স্থান থাকে, যে স্থানের লোকেরা আমারদিগের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া স্বভাবতঃ কেবল দৃষ্টি মাত্র বিহীন হয়, এবং যদি তাহারদিগকে জ্ঞাপন করা যায়, যে চক্ষু নামক এক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অর্দ্ধ জগৎকে এককালীন দর্শন করিতেছি, মনোহর পুষ্পোদ্যান দৃষ্টি করিয়া প্রফুল্ল হইতেছি, নির্ভয়ে নদ নদী সমুদ্র পার হই-

তেছি, মহোচ্চ পর্ব্বত সকলকে পরিমাণ করিতেছি, পৃথিবীর আকৃতি ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে শক্ত হইতেছি, এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু প্রভৃতির দূর এবং গতি নির্ণয় করিতেছি, ইহা শুনিয়া কি তাহারা বিস্ময়াপন্ন হয় না? অপরন্তু সূর্য্যোদয়ের, বারিবর্ষণের, বা সন্ধ্যাকালের পূর্ব্ব চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া যদি তাহারদিগের নিকটে ব্যক্ত করা যায়, যে আর এক দণ্ড পরে সূর্য্যোদয় হইবে, বারিবর্ষণ হইবে, বা সন্ধ্যাকাল আগত হইবে; অথবা শরীরের ভাব দেখিয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণের ক্রোধ, ভয়, আহ্লাদ প্রভৃতি যদি ব্যক্ত করা যায়, তবে তাহারা আমারদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া কি অপ্রাকৃত মনুষ্যরূপে উপলব্ধি করে না? আমরা যে সকল হিংস্র জন্তু দ্বারা বেষ্টিত আছি, এবং শরীরের অনিষ্টকারি যে নানা বিধ দ্রব্যের দ্বারা আবৃত রহিয়াছি, তাহাতে চক্ষুর অভাব হইলে কারাগার হইতেও এ অন্ধকার সংসার কি ক্লেশাগার হইত না? তখন জ্ঞানের বৃদ্ধি কি প্রকারে হইত, যখন কেবল কোন এক অট্টালিকার আকৃতি ও পরিমাণ বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে সমস্ত জীবন ক্ষয়ের সম্ভাবনা। ইহাতে বিদ্যার প্রকাশ, বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্যের রক্ষণ কি প্রকার সম্ভব হইত? "যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে" শ্রুতির এই উপদেশানুসারে পরমেশ্বরের মহিমাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিতাম, যদি তাঁহার মহিমা প্রকাশক জগৎকে দর্শন করিবারই সামর্থ্য না থাকিত?

অতএব যিনি ভূমিকে সর্ব্ব কালে শ্যাম বর্ণ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, এবং বসন্ত কালে নব পল্লব যুক্ত পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্কৃত করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের স্বস্থতা সম্পাদন করিতেছেন,

যিনি আকাশকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমারদিগের মনোরম্য করিয়াছেন, যিনি দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আমারদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

অষ্টমাধ্যায়॥

৭ মাঘ ১৭৬৬ শক।

রসেন্দ্রিয় জিহ্বাদির সহিত রসবান্ দ্রব্যের সংযোগ হইলে যে প্রকার স্বাদু জ্ঞান হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকাতে আঘ্রেয় দ্রব্যের পরমাণু সকল লগ্ন হইলে সেই প্রকার গন্ধের অনুভব হয়। এই উভয় ইন্দ্রিয়ের রচনাতে জগদীশ্বর কি সুখ বিধায়ক কৌশল সকল প্রকাশ করিয়াছেন! তাহার-দিগকে পরস্পর নিকটবর্ত্তি করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা স্বাদু গ্রহণ কালে পীড়াজনক গলিত দ্রব্যের দুর্গন্ধ জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছি, এবং সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ দ্বারা আস্বাদন সুখ দ্বিগুণ হইতেছে; ক্ষুধার সহিত তাহারদিগের এপ্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ করিয়াছেন, যে ক্ষুধাকালে যে দ্রব্যকে অমৃত তুল্য সুস্বাদু জ্ঞান হয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি পরে যখন অতিরিক্ত আহার দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, তখন সেই দ্রব্যকে বিস্বাদু বোধ হয়, এবং তাহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত গ্লানিজনক হয়, এই সঙ্কেত দ্বারা আমরা পান ভোজনের

পরিমাণ অনায়াসে জানিয়া শরীরের স্বস্থতা বিধান করিতেছি। অন্য অন্য প্রয়োজন অপেক্ষা মুখ্য রূপে সুখ বিতরণের জন্যই পরমেশ্বর এই দুই ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘ্রাণ বিনা পদ্মের নাম কি মনোহর হইত? স্বাদু বিনা আম্র ফল কি এই রূপ আহ্লাদের কারণ হইত? এবং উদ্যানের স্মরণে চিত্তে কি এই প্রকার প্রফুল্লতার উদয় হইত? বিশেষতঃ এই সকল সুগন্ধি ও সুস্বাদু দ্রব্য এক প্রকার নহে — শত প্রকারও নহে; দেশ বিশেষে, স্থান বিশেষে বিচিত্র রচনা দ্বারা অগণ্য প্রকার সুখ সেব্য বস্তুতে জগদীশ্বর পৃথিবীকে পরিপূর্ণা করিয়াছেন। বসন্ত কালের নানা বিধ কুসম সৌরভ,এবং গ্রীষ্ম শরদাদি কালের বিচিত্র-স্বাদু সস্য ফলোৎপত্তি স্মরণ করিলে পরমেশ্বরের অপার দয়া কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়?

ইহা সত্য যে এপৃথিবীতে দুর্গন্ধি ও বিস্বাদু বস্তুও আছে, কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরের করুণারই প্রকাশ দেখিতেছি। অপরিষ্কৃত দ্রব্য লিপ্ত বায়ু সেবন দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, অতএব কৃপাবান্ পরমেশ্বর সেই দ্রব্যকে দুর্গন্ধি যুক্ত করিয়াছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা সাবধান হইয়া সেই পীড়াদায়ক বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ থাকি। গলিত দ্রব্যের ভক্ষণ দ্বারাও রোগোৎপত্তি হয়, অতএব তিনি তাহাতে বিস্বাদু প্রদান করিয়াছেন, যে তৎ প্রযুক্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমরা শরীরের স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করি। অতএব ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন দ্রব্য কি অহিতকারী আছে?

জগদীশ্বর কি সূক্ষ্মরূপে— কি আশ্চর্য্য রূপে এই উভয় ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে পরিমাণ করিয়াছেন। যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়

এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বল ধারণ করিত, তবে যে সকল দুর্গন্ধ দ্রব্য দূরস্থ প্রযুক্ত তাহার অল্পমাত্র পরমাণু নাসিকাতে লগ্ন হওয়াতে এইক্ষণকার অল্প ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা তাহার গন্ধ অনুভূত হইতেছে না, ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তাহার সেই অল্প পরমাণুই সর্ব্বদা দুর্গন্ধ দায়ক হইত ; এবং যে সকল অল্প দুর্গন্ধ লোকালয়ের সকল স্থান হইতে পরিত্যাগ করা অসাধ্য, তাহাও সহস্র গুণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ মহা বিরক্তির কারণ হইত। এই রূপ ঘ্রাণ শক্তি যদি সহস্র গুণ অল্প হইত, তবে যে সকল নিকটস্থ দুর্গন্ধি বস্তু মিশ্রিত বায়ু সেবন দ্বারা সহসা পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহার দুর্গন্ধ অনুভূত হইত না, সুতরাং অসাবধান প্রযুক্ত সেই পীড়া দায়ক দ্রব্যের অণু সকল দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে শরীরের অস্বস্থতা জন্মাইত ; এবং যে সকল দ্রব্যের মনোহর সৌরভ দ্বারা যথেষ্ট রূপে চিত্ত আমোদিত হইতেছে, ঘ্রাণ শক্তির হ্রাসতা প্রযুক্ত এইক্ষণকার ন্যায় তাহার প্রচুর সুগন্ধ অনুভব করিতে অসমর্থ হইলে পৃথিবীর কত সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। এই প্রকার রসেন্দ্রিয়ের শক্তিও অন্যথা হইলে মহা দুঃখের কারণ হইত ; যে সকল উপকারি বস্তুর স্বাদু এইক্ষণে কিঞ্চিৎ কটু বোধ হয়, আমারদিগের রস গ্রহণ শক্তি শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া তাহা শত গুণ কটু হইলে রসনাতে কি স্পর্শ করিতে পারিতাম ? অনেক বিধ ভক্ষ্য পেয় বস্তুতে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ মিশ্রিত হইলে তদ্দ্বারা সুস্থতা জন্মে, কিন্তু রসেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বল দ্বারা লবণ রসের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা হইলে তাহাকে জিহ্বাতে সংলগ্ন করিতেও অশক্ত হইতাম

সুতরাং তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারিত। এই রূপ স্বাদু শক্তি হ্রাস হইলেও অনেক অমঙ্গলের সংঘটনা হইত ; বিস্বাদু প্রযুক্ত যে সকল পীড়া জনক গলিত দ্রব্য এইক্ষণে ভক্ষণ না করি, স্বাদু শক্তি শত গুণ অল্প হইলে তাহার বিস্বাদু সম্যক্ রূপে অনুভূত হইত না, সুতরাং তাহা ভক্ষণ করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইতাম ; এবং যে সকল সুস্বাদু দ্রব্যের আস্বাদ দ্বারা এইক্ষণে প্রচুর রূপে পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহারদিগেরও উপযুক্ত স্বাদু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কত আস্বাদন সুখে বঞ্চিত থাকিতাম।

অতএব যে পুরুষ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া আমারদিগের প্রতি প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, এবং যিনি ইহারদিগের পরিমাণ মাত্রে এ প্রকার অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন নিমেষের নিমিত্তেও বিস্মৃত না হই।

182. Jc. 84. 10

একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনী সভা

যজুর্ব্বেদীয়

কঠোপনিষৎ

কলিকাতা

শকাব্দাঃ ১৭৬২

॥ ওঁতৎসৎ ॥

L.M ৭৪

যজ্ঞ ফলের কামনা বিশিষ্ট বাজশ্রবস রাজা যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিলেন। সেই রাজার নচিকেতা নামে পুত্র ছিল॥ ১ ॥

যে কালে ঐ রাজা ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগকে দক্ষিণার গো সকল বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, সেই কালে অতি বালক রাজপুত্র যে ঐ নচিকেতা, তাহাতে পিতার হিতের নিমিত্তে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলেন। ইহাতে সেই রাজপুত্র বিচার করিতে লাগিলেন॥ ২ ॥

যে সকল গো পিতা দিতেছেন, তাহারা এমত রূপ বৃদ্ধ, যে, পূর্ব্বে জলপান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে, সেই মাত্র, পুনরায় যে তাহারা জলপান এবং তৃণ আহার করে, এমত শক্তি নাই, আর পূর্ব্বে তাহারদিগের যে দুগ্ধ দোহন হইয়াছে, সেইমাত্র, পুনরায় যে তাহারদিগের দুগ্ধদোহন হয়, এমত সম্ভাবনা নাই, এবং তাহারদিগের ইন্দ্রিয় সকলেরও অবসান হইয়াছে, এমত রূপ গো সকল যে ব্যক্তি দক্ষি-

পাত্রে দান করে, সে আনন্দশূন্য যে লোক, তাহাতে যায় ॥ ৩ ॥

নচিকেতা এই রূপ বিবেচনা করিয়া পিতাকে কহিতেছেন। হে পিতা, কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে দান করিবে। এইরূপ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার রাজাকে কহিলেন। বালক পুত্রের একপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে রাজা কহিলেন, যে, তোমাকে যমেরে দিলাম ॥ ৪ ॥

তখন নচিকেতা এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেক সৎ পুত্রের মধ্যে আমি প্রথম গণিত হই, আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই। ইহাতে বোধ হয়, যে আমার দানের দ্বারা যমের কোন কার্য্য পিতা করিবেন ॥ ৫ ॥

ইহা মনে করিয়া শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতেছেন। আপনকার পিতৃ পিতামহাদি যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর, আর ইদানীন্তন সাধুব্যক্তিরা যে রূপে সত্যাচরণ করিতেছেন, তাহাকেও দেখ। মনুষ্য সস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে, আর সস্যের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি, ফল আছে, এ

নিমিত্তে আমাকে যমেরে দিয়া আত্ম সত্য প্রতিপালন কর ॥ ৬ ॥

পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্ম সত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন, নচিকেতা যমলোকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন, যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন, সেই যম পুনরাগমন করিলে তাঁহার পরিজন সকল তাঁহাকে কহিতেছেন। অতিথিরূপ ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, সাধু ব্যক্তিরা অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন, অতএব হে যম, তুমি এই অতিথির পাদ প্রক্ষালনের জল আনয়ন কর ॥ ৭ ॥

যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন, সেই পুরুষের আশা, প্রতীক্ষা, সৎসঙ্গাধীন ফল, প্রিয় বাক্য জন্য ফল, যাগাদিজন্য ফল, ও পরোপকারার্থে কূপ তড়াগাদি নির্মাণ জন্য ফল প্রভৃতিকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন ॥ ৮ ॥

যম আপন পরিজনের স্থানে এ সংবাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকটে যাইয়া পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ, অতিথি নমস্য হইয়া তিন রাত্রি যে আমার গৃহেতে অনাহারে বাস করিয়াছ, এতন্নিমিত্তে তোমাকে

নমস্কার করিতেছি, আর প্রার্থনা করিতেছি, যে তোমার উপবাস জন্য যে দোষ, তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক, আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে, এ নিমিত্তে কহিতেছি, যে তিন রাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে, তাহার এক এক রাত্রির প্রতি এক এক বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

ইহা শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। হে যম, যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিন বরের প্রথম বর এই আমি প্রার্থনা করি, যে, তোমার নিকটে আসিয়া আমি কি করিতেছি, এই রূপ যে আমার পিতা গৌতম চিন্তা করিতেছেন, তাহা নিবৃত্তি হউক, আর আমার প্রতি পিতার চিত্ত প্রসন্ন হউক, আর আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক, আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে আমার পিতার যেন এই রূপ স্মৃতি হয়, যে, সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইলেন ॥ ১০ ॥

যম কহিতেছেন। পূর্ব্বে যে রূপ পুত্র রূপে তোমার প্রতি তোমার পিতার প্রতীতি ছিল, তদ্রূপ হইবে, আর তোমার পিতা, যাহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি, তিনি আমার অনুগৃহীত হইয়া রাত্রিতে সুখে শয়ন করিবেন, আর

তোমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধ হই বেন ॥ ১১ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। হে যম, স্বর্গ লোকে কোন ভয় নাই, আর তুমিও সেখানে প্রভুত্ব করিতে পার না, অতএব জরাযুক্ত মর্ত্যলোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে ভয় প্রাপ্ত হয় না, আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, আর শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গ লোকে বাস করে ॥ ১২ ॥

এই রূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয়, সে অগ্নিকে তুমি জান, অতএব হে যম, শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি, আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপকে কহ, যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমান সকল দেবতার স্বরূপকে পায়েন। এই দ্বিতীয় বর আমি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

যম কহিতেছেন। হে নচিকেতা স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ, যে অগ্নি, তাহাকে আমি সুন্দর প্রকারে জানি, সেই অগ্নি তোমাকে কহিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া বোধ কর। অনন্তস্বর্গ লোকের প্রাপ্তির কারণ, আর সকল জগতের আশ্রয় এই অগ্নি হয়েন, আর তুমি জান, যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিতে ইনি স্থিতি করেন ॥ ১৪ ॥

সকল লোকের আদি যে অগ্নি, তাহার স্বরূপ যম সেই

নচিকেতাকে কহিলেন, আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যেরূপে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, তাহা সকল কহিলেন। যমের কথিত বাক্য নচিকেতা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন, যমের এমত প্রতীতি জন্মাইবার জন্যে নচিকেতা ঐ সকল বাক্য যমকে পুনর্ব্বার কহিলেন। নচিকেতার এই প্রতি বাক্যের দ্বারা তুষ্ট হইয়া যম কহিতেছেন ॥ ১৫ ॥

শিষ্য যোগ্য দেখিয়া মহাত্মা যম প্রীতিপূর্ব্বক সেই নচিকেতাকে কহিতেছেন। তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, এ নিমিত্তে তোমাকে এখন পুনরায় এই বর দিতেছি, যে, এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নি তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর এই নানা রূপবিশিষ্ট রত্নময়ী মালা তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥ ১৬ ॥

মাতা পিতা আচার্য্য তিনের অনুশাসনের দ্বারা যে ব্যক্তি তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেন, আর যিনি যাগ, বেদাধ্যয়ন এবং দান এই তিন কর্ম্ম করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। আর ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং সর্ব্বজ্ঞ, দীপ্তি বিশিষ্ট এবং স্তুতি যোগ্য যে অগ্নি, তাঁহাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রতঃ জানিয়া আত্ম-

ভাবে দৃষ্টি করিলে অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

যে রূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যে প্রকারে অগ্নিচয়ন করিতে হয়, এই তিনকে বিশেষ রূপে জানিয়া যে ত্রিণাচিকেত পুরুষ নাচিকেত অগ্নিকে চয়ন করেন, তিনি রাগ দ্বেষাদিরূপ যে মৃত্যুপাশ, তাহাকে মরণের পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন ॥ ১৮ ॥

হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরের দ্বারা স্বর্গের সাধন যে অগ্নির বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে এই দিলাম। আর লোক সকল এই অগ্নিকে তোমার নামে বিখ্যাত করিবেন। হে নচিকেতা, এখন তৃতীয় বর তুমি প্রার্থনা কর ॥ ১৯ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। কেহ কহেন, শরীর মন প্রভৃতি ভিন্ন আত্মা আছেন, কেহ কহেন, এ সকল ভিন্ন আত্মা নাই, মনুষ্য মরিলে এই যে সংশয় ইহলোকে আছে, তাহার নির্ণয় আমি তোমার শিক্ষাদ্বারা জানিতে চাহি। বরের মধ্যে এই তৃতীয় বর আমার প্রার্থনীয় ॥ ২০ ॥

যম কহিতেছেন। দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন, এ ধর্ম্ম সুন্দর প্রকারে বোধগম্য হয় না, যেহেতু এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয়। অতএব হে নাচিকেতা,

তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর । আমি তিন বর দিতে প্রার্থনা করিয়াছি,এনিমিত্তে এরূপ কঠিন বরের প্রার্থনা দ্বারা আমাকে নিতান্ত বাধিত করিবে না,আমার নিকটে এ বর প্রার্থনা ত্যাগ কর ॥ ২১ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন । দেবতারা এ আত্ম বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, ইহা তোমার স্থানে নিশ্চিত শুনিলাম । আর, হে যম,তুমিও যে আত্মতত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহি-তেছ । এধর্ম্মের বক্তা তোমার ন্যায় ও কাহাকে পাওয়া যাইবে না, আর এ বরের তুল্য অন্য বর ও নহে । অতএব এই বর দেও ॥ ২২ ॥

যম কহিতেছেন । শতবর্ষ আয়ুর্ব্বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র সকলকে প্রার্থনা কর, আর অনেক পশু আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর, আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার প্রার্থনা কর,আর তুমি আপনি যত বৎ সর বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তত বৎসর বাঁচিবে, এমত বর প্রার্থনা কর ॥ ২৩ ॥

এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান, তবে তাহার প্রার্থনা কর, আর বিত্তকে এবং চিরজীবি-কাকে প্রার্থনা কর । সকল পৃথিবীতে, হে নচিকেতা, তুমি রাজা হও,আর সকল প্রার্থনীয় বস্তুর মধ্যে যাহারকামনা

স্মরিবে, তাহারই ভাজন তোমাকে করিব ॥ ২৪ ॥

মর্ত্যলোকে যে যে বস্তু দুর্লভ, আপনার ইচ্ছামত সে সমুদয়কে প্রার্থনা কর। বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে প্রার্থনা কর, মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ, হে নচিকেতা, মরণের পর জীব সম্বন্ধি প্রশ্ন আমার প্রতি করিওনা॥ ২৫

নচিকেতা কহিতেছেন। হে যম, পরদিনে লভ্য হইবে, এমত যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ, তাহারা মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলের তেজকে জীর্ণ করে। আর সকল হইতে দীর্ঘ জীবী যে ব্রহ্মা, তাঁহারও জীবন অল্প। অতএব বাহন, এবং নৃত্য গীত, তোমারই থাকুক॥ ২৬॥

বিত্তদ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয়েন না। যদিও আমার ধনে ইচ্ছা হয়, তাহা পাইব, যেহেতু তোমাকে দেখিলাম, আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি, তবে বাঁচিব, যেপর্য্যন্ত তুমি যম রূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে। অতএব সেই আত্ম বিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয়॥ ২৭॥

জরা মরণ শূন্য দেবতাদিগের নিকটে আসিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়, ইহা জরা মরণ বিশিষ্ট পৃথিবী স্থিত মনুষ্য জানিয়া কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক। আর

বর্ণ রতি প্রমোদের কারণ অপ্সরাদিগের দোষ গুণ বি-শেষ রূপে বিবেচনা করিয়া কোন্ বিবেকি ব্যক্তি অতিদীর্ঘ পরমায়ু বিশিষ্ট হইলে ও সেই অপ্সরা গণেতে আসক্ত হইবেক ॥ ২৮ ॥

হে যম, মরণের পর আত্মা থাকেন কি না থাকেন, এই যে সন্দেহ লোকে করেন, তাহার নির্ণয় জ্ঞান পর-কালে মহৎ উপকারের নিমিত্তে হয়, অতএব তাহা তুমি কহ। এই যে দুর্জ্ঞেয় বর, ইহা হইতে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করিলেন না ॥ ২৯ ॥ ইতি প্রথম বল্লী ॥

শ্রেয় যে, সে পৃথক্ হয়, আর প্রেয় যে, সে ও পৃথক্ হয়, । এই শ্রেয় ও প্রেয় পৃথক্ পৃথক্ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়কে স্বীকার করেন, তাহার কল্যাণ হয়, আর যে ব্যক্তি প্রেয়কে স্বীকার করেন, তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন ॥ ১ ॥

শ্রেয় আর প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন। এই দুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বি-বেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রেয় কে অবলম্বন করেন ॥ ২ ॥

হে নচিকেতা, তুমি বিবেচনা করিয়া অপ্সরা প্রভৃতির প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলে। আর বিত্তময় পথেতে লুব্ধ হইলে না, যে পথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়॥ ৩॥

বিদ্যা আর অবিদ্যা এ দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন, এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন, এই রূপে পণ্ডিত সকল জানেন। তুমি যে নচিকেতা, তোমাকে বিদ্যাকাঙ্ক্ষি জানিলাম। অপ্সরাদি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞানপথ হইতে নিবর্ত্ত করিতে পারিলেক না॥ ৪

অবিদ্যার মধ্যে স্থিতি করিয়া, আমরা ধীর, আমরা পণ্ডিত, এই রূপে যে সকল ব্যক্তি অভিমান করে, সে সকল ব্যক্তি নানা প্রকার কুটিল পথেতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধেরা বিষম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দুঃখকে পায়॥ ৫॥

অবিবেকী, প্রমাদ বিশিষ্ট, আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে লোক, সে পরলোক সাধনের উপায়কে দেখিতে পায় না। এই দৃশ্যমান যে লোক, সেই সত্য, ইহা ভিন্ন যে পরলোক, তাহা নাই, এই প্রকার যে সকল লোক জ্ঞান করে, তাহারা আমার বশে পুনঃ পুনঃ আইসে॥ ৬॥

সেই যে পরমাত্মা, তাঁহার প্রসঙ্গকে ও অনেকে শুনি-তে পায় না, আর অনেকে শুনিয়া ও তাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারে না, এই আত্ম জ্ঞানের বক্তা অতি দুর্লভ, আর নিপুণ ব্যক্তিই এই আত্ম জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু উত্তম আচার্য্য হইতে শিক্ষা পাইলে ও এ ধর্ম্মের জ্ঞাতা অতি দুর্লভ হয়॥ ৭॥

অল্পবুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন, তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না, যেহেতু আত্ম বিষয়ে নানা প্র-কার চিন্তা উপস্থিত হয়। যদি অপৃথক্ দর্শি ব্রহ্মজ্ঞানী এই আত্মার উপদেশ করেন, তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই আত্মা অণুপ্রমাণ হইতেও অণুতর হয়েন, এই হেতু তিনি কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন॥ ৮॥

এই যে আত্ম জ্ঞান, সে কেবল তর্কে পাওয়া যায় না, কিন্তু, কুতার্কিক ভিন্ন বেদান্ত জ্ঞানি আচার্য্যের উপদেশ হইলে, হে প্রিয়তম নচিকেতা, সুন্দর রূপে আত্ম জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, যে আত্ম জ্ঞানকে, তুমি যে সত্য সংকল্প, তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে নচিকেতা, তোমার ন্যায় প্রশ্ন কর্ত্তা শিষ্য আমারদিগের হউক॥ ৯॥

কর্ম্মফল অনিত্য, এবং অনিত্য কর্ম্মাদি হইতে নিত্য

পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না, তাহা আমি জানি। এমত জা- নিয়াও অনিত্য বস্তু যে নাচিকেত অগ্নি, তাহা চয়ন করিয়া আমি বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ, তাহা প্রাপ্ত হই- য়াছি ॥ ১০ ॥

আত্ম জ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া, হে নচিকেতা, কাম- নার পরি সমাপ্তি, আর জগতের আশ্রয়, আর অনন্ত ফল আর অভয়ের পার, আর স্তুতি যোগ্য, আর মহৎ, আর বিস্তীর্ণ গতি বিশিষ্ট, আর যাবদৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট যে হিরণ্য গর্ভ পদ, তাহাকে হস্তগত দেখিয়াও ধৈর্য্য দ্বারা পরি- ত্যাগ করিলে ॥ ১১॥

যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ, অতিদুঃখে তাঁহার বোধ হয়, আর মায়িক যে সংসার, তাহাতে তিনি আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, আর কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, আর দুষ্প্রাপ্য স্থানে তিনি স্থিতি করেন, আর অনাদি হয়েন, সেই পরমাত্মাকে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১২

এই আত্মজ্ঞান শুনিয়া সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মরূপ আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ ভাবিয়া যে ব্যক্তি জানেন, তিনি আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তির দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয়েন। আমার এই রূপ বোধ হইতেছে, যে, হে নচিকেতা,

সেই ব্রহ্ম তোমার প্রতি অবারিত গৃহের ন্যায় হইয়াছেন ॥ ১

নচিকেতা কহিতেছেন। ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, আর কৃত এবং অকৃত বস্তু হইতে ভিন্ন, আর ভূত ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, অতএব তুমি কহ ॥ ১৪ ॥

যম কহিতেছেন, সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির প্রয়োজন হইয়াছে, আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঁকার স্বরূপ হয়েন ॥ ১৫ ॥

এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম, আর এই ওঁকার পরব্রহ্ম, এই ওঁকারকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে সে তাহা পায় ॥ ১৬

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন অতি উত্তম, এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন ॥ ১৭ ॥

আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই, তিনি নিত্য জ্ঞান স্বরূপ হয়েন, কোন কারণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই, এবং আপনি ও আপনার কারণ নহেন। এই জন্ম হীন, নিত্য, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য যে আত্মা, তিনি, শরীর নষ্ট হইলে নষ্ট হয়েন না ॥ ১৮ ॥

যে ব্যক্তি শরীর মাত্রকে আত্মা ভাবিয়া এমত জ্ঞান করে, যে আত্মাকে বধ করিব, আর যে ব্যক্তি এমত জ্ঞান করে, যে আমি হত হইব, সে উভয় ব্যক্তিই আত্মাকে জানেনা, যেহেতু আত্মা নষ্ট করেন না এবং নষ্ট হয়েন না ॥ ১৯

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন। ইনি তাবৎ প্রাণির হৃদয়েতে স্থিতি করেন। নিষ্কাম ব্যক্তি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাদ্বারা এই আত্মার মহিমাকে জানিয়া শোকাদি হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ২০

এই আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন, আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, আমার ন্যায় জ্ঞানি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সেই হর্ষযুক্ত এবং হর্ষরহিত আত্মাকে জানিতে পারে ॥ ২১ ॥

শরীর রহিত আত্মা নশ্বর শরীরে অবস্থিতি করেন, আর তিনি মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন। এইরূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ২২ ॥

এই আত্মা অনেক বচনের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, মেধার দ্বারা জ্ঞেয় হয়েননা, বহু শ্রুতির দ্বারাও জ্ঞেয় হয়েন না, যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে চাহে, সেই তাঁহাকে পায়; সেই আত্মা তখন সেই সাধকের প্রতি যথার্থ জ্ঞানকে প্রকাশ করেন ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিমিত্তে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে আত্মার অন্ন হয়েন আর মৃত্যু যে আত্মার উপ সেচন হয়েন, সে আত্মাকে কোন্ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানির ন্যায় জানিতে পারে ॥ ২৫ ॥ ইতি দ্বিতীয় বল্লী ॥

আপনার কৃত যে কর্ম তাহার ফলকে জীবাত্মা ভোগ করেন, আর পরমাত্মা সেই ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন, আর এই পরমাত্মা এবং জীবাত্মা, এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন। এই জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায়, এবং পরমাত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা এবং ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

যে অগ্নি সেতুর ন্যায় যজমানদিগের উদ্ধার হয়েন, সেই অগ্নিকে আমরা স্থাপন করিতে পারি, আর যাঁহারা ভয় শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি ॥ ২ ॥

জীবাত্মাকে রথি রূপে আর শরীরকে রথ রূপে আর বুদ্ধিকে সারথি রূপে আর মনকে প্রগ্রহ রূপে জান ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন, আর শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয়কে এই ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের পথ করিয়া কহিয়াছেন। শরীরইন্দ্রিয় মনোবিশিষ্ট যে জীব তাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব দুষ্টতা করে ॥ ৫ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে, যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে ॥ ৬ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি অপটু হয়, আর মনো রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, আর সর্ব্বদা অশুচি থাকে, সে সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়েননা, সংসার রূপ যে কষ্ট তাহকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি নিপুণ হয়, আর মনো রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, আর সর্ব্বদা শুচি থাকে

সে সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়েন, যে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না ॥ ৮ ॥

যে পুরুষের বুদ্ধি রূপ সারথি প্রবীণ হয়, আর মনো রূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে, সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯

ইন্দ্রিয় গণ হইতে রূপ প্রভৃতি বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয়, আর এই সকল বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, আর মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, আর বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১০ ॥

জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন, আর মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েন, এই পরমাত্মা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি কাষ্ঠা, আর তিনি সকলেরই প্রাপ্তব্য হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

এই পরমাত্মা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানির নিকট অপ্রকাশিত আছেন, কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শি পণ্ডিত সকল সূক্ষ্ম এবং এক নিষ্ঠা বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ॥ ১২ ॥

বিবেকি ব্যক্তি বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেক, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেক, বুদ্ধি কে জীবাত্মাতে লয় করিবেক, আর জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেক ॥ ১৩ ॥

হে মনুষ্য সকল, অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে উঠ, জাগ্রত হও, আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্মাকে জান। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান পথকে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধহীন, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি অনন্ত নিত্য এবং মহত্তত্ত্ব হইতেও ভিন্ন যে পরমাত্মা, তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যু হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

মৃত্যু কথিত এই সনাতন নাচিকেত উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হয়েন ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ব্রহ্ম সভাতে এই আখ্যানকে শ্রবণ করান অথবা এই আখ্যানকে শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান তাঁহার অনন্ত ফল হয় ॥ ১৭ ॥ ইতি তৃতীয় বল্লী ॥ প্রথম অধ্যায়ঃ ॥

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা, তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখেন না, কিন্তু বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গণকে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

অজ্ঞানি সকল বাহ্য বিষয়কে কামনা করে, এই হেতু তাহারা মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হয়। পণ্ডিত সকল এই অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না॥ ২॥

যে এই আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে লোক সকল অনুভব করে, সে আত্মা না জানেন এমত বস্তুই নাই। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ তিনি এই প্রকার হয়েন॥ ৩॥

স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থা এইদুই অবস্থাতে যাঁহার অধিষ্ঠানে লোকসকল বিষয়ের উপলব্ধি করে, সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোক করেন না॥ ৪॥

এই কর্ম্ম ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ম কর্ত্তা যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ করিয়া অতিনিকটস্থ জানেন, তিনি আর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ, তিনি এই প্রকার হয়েন॥ ৫॥

ব্রহ্ম হইতে জলাদির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তিনি সকল ভূতের সহিত সকল প্রাণির হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, এই প্রকার তাঁহাকে যিনি জানেন,

তিনি তাঁহার কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই জানেন ॥ ৬ ॥

সকল ভূতের সহিত হিরণ্যগর্ভ রূপে যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তিনি সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই প্রকার যিনি অদিতিকে জানেন তিনি অদিতির কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই জানেন ॥ ৭ ॥

যজ্ঞকাষ্ঠে যে অগ্নি স্থিত হয়েন, আর যেমন গর্ভিণী সকল যত্নপূর্ব্বক গর্ভকে ধারণ করেন, সেই রূপ যোগিরা যাঁহাকে ভাবনার দ্বারা হৃদয়ে ধারণ করেন, এবং কর্ম্মিরা যাঁহাকে ঘৃতাদি দানের দ্বারা কর্ম্মাঙ্গে ধারণ করেন, আর যে অগ্নির স্তুতি কর্ম্মিরা আর যোগিরা সর্ব্বদা করিতেছেন সেই অগ্নি ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন ॥ ৮ ॥

যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হয়েন, আর যাঁহাতে পুনরায় অস্ত হয়েন, সেই আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার স্থিতি করেন, তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ, তিনি এই প্রকার হয়েন ॥ ৯ ॥

যিনি এই শরীরব্যাপি আত্মা তিনিই বিশ্বব্যাপি আত্মা হয়েন, আর যিনি বিশ্বব্যাপি আত্মা তিনিই শরীরব্যাপি আত্মা হয়েন, অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

আত্মা এক হয়েন, ইহা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানাযায়। এই অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়॥ ১১ ॥

হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি যে আত্মা তিনি শরীরে স্থিতি করেন, এবং তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা হয়েন। এই আত্মাকে জানিলে আর তাঁহাকে গোপন করিতে চাহে না॥ ১২ ॥

হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্ব ব্যাপি নির্ম্মল জ্যোতিরন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা যে আত্মা, তিনি সকল প্রাণিতে এখন বর্ত্তমান আছেন, পরেও সকল প্রাণিতে তিনিই বর্ত্তমান থাকিবেন, যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ তিনি এই প্রকার হয়েন॥ ১৩ ॥

যেমন উচ্চ স্থানে জল পতিত হইয়া নানা নিম্নস্থানে গমন করে, সেই রূপ আত্মাকে প্রতি শরীরে পৃথক দেখিয়া শরীর ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৪।

যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে জল সমভাবে থাকে, সেই রূপ অদ্বিতীয় ভাবে যে জ্ঞানী আত্মাকে দেখে তাহার নিকটে আত্মা সমভাব হয়েন ॥ ১৫ ॥ ইতি চতুর্থ বল্লী ॥

জন্মাদি রহিত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার

ব সস্থান একাদশ দ্বার বিশিষ্ট এই শরীর হয়। সেই আত্মাকে যেব্যক্তি ধ্যান করেন, তিনি শোক পায়েননা এবং অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১ ॥

এই আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন। তিনি সূর্য্য রূপে আকাশে গমন করেন, তিনি সকল ভূতকে আপনাতে বাস করান, তিনি বায়ু রূপে আকাশে গমন করেন, তিনি অগ্নি স্বরূপ হয়েন, তিনি পৃথিবীতে গমন করেন, তিনি সোমলতার রস হইয়া যজ্ঞ কলসে গমন করেন, তিনি মনুষ্যেতে গমন করেন, তিনি দেবতাতে গমন করেন, তিনি যজ্ঞেতে গমনকরেন, তিনি আকাশে গমন করেন। তিনি জলজন্তুরূপে জলেতে উৎপন্ন হয়েন, তিনি ধান্য যবাদিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন, তিনি যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হয়েন, তিনি নদ্যাদি রূপে পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন। তিনি বিকার হীন এবং মহান্ হয়েন ॥ ২ ॥

যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা প্রাণবায়ুকে হৃদয় হইতে উপরে চালন করেন এবং অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন, সেই হৃদয়াকাশস্থিত সম্ভজনীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করেন ॥ ৩ ॥

এই শরীরস্থ চৈতন্যস্বরূপ শরীরের কর্ত্তা যে আত্মা

তিনি যখন এই শরীরকে ত্যাগ করেন, তখন এই শরীরেতে কি শক্তি থাকে ॥ ৪ ॥

প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ুর অধিষ্ঠানে দেহিরা যে বাঁচিয়া থাকেন, এমত নহে। প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই দেহিরা বাঁচিয়া থাকেন, যে আত্মাকে প্রাণ এবং অপানবায়ু আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ৫ ॥

হে গৌতম, এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি, যে ব্রহ্মতত্ত্বকে না জানিলে জীব সংসারেতে বদ্ধ হয় ॥ ৬ ॥

শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কোন কোন মূঢ় আপনার কর্ম্মানুসারে এবং উপাসনানুসারে মাতৃগর্ভেতে প্রবেশ করেন, কেহ অতিমূঢ় স্থাবরাদি জন্মকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানা প্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন, তিনিই নির্ম্মল অবিনাশি ব্রহ্ম হয়েন। পৃথিব্যাদি যাবৎ লোক সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপেকেহ প্রকাশ পায়েন না ॥ ৮ ॥

এক অগ্নি যেমন এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর যেমন যেমন রূপ, সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়েন, সেই

প্রকার একই আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন এবং বাহ্যেতে ও ব্যাপিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

এক বায়ু যেমন এই দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানেরদ্বার পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রকাশ পায়েন, সেই প্রকার একই আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন, এবং বাহ্যেতেও ব্যাপিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

সূর্য্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তু সকলকে লোকেরে দেখাইয়া আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গ দ্বারা কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না, সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না ॥ ১১ ॥

সেই এক পরমেশ্বর সকল ভূতের অন্তর্ব্বর্ত্তী, যাবৎ সংসার যাঁহার বশেতে আছে, যিনি আপনার সত্তাকে নানা প্রকার স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে দেখাইতেছেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতর দিগের সে সুখ হয় না ॥ ১২ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর

যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনা দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১৩ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। অনির্দেশ্য পরাৎপর যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানি সকল অনুভব করেন, কি রূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদিগের ন্যায় প্রত্যক্ষ করি। যে ব্রহ্মসত্তা আমারদিগের বুদ্ধিতে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি কি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন ॥ ১৪ ॥

যম কহিতেছেন। জগতের প্রকাশক যে সূর্য্য তিনি ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না, এবং চন্দ্র তারা প্রভৃতি ও ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না, এই যে সকল বিদ্যুৎ ইহাঁরা ও ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না, সুতরাং এই অগ্নি কি প্রকারে ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন। সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবৎ প্রকাশক বস্তু সেই পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়েন, এবং তাঁহার প্রকাশের দ্বারা এ সকলের প্রকাশ হয় ॥ ১৫ ॥ ইতি পঞ্চমীবল্লী ॥

এই যে অশ্বথের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসার বৃক্ষ ইহার মূল উর্দ্ধে, আর যাবৎ অব্যক্ত স্থাবর জঙ্গম এই সংসার বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছেন। এই বৃক্ষের মূল স্বরূপ যে পরমাত্মা তিনি শুদ্ধ এবং তিনি ব্যাপক হয়েন, তাঁহাকে কেবল অবিনাশী করিয়া কহা যায়। যাবৎ সংসার ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না। তুমি যাঁহার প্রশ্ন করিয়াছ, তিনি এ প্রকার হয়েন ॥ ১ ॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা আপন আপন নিয়ম মত চলিতেছে। উদ্যত বজ্রের ন্যায় তিনি মহাভয়ের কারণ হয়েন। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

ইহাঁর ভয়েতে অগ্নি নিয়ম মত প্রকাশ পাইতেছেন, আর ইহাঁর ভয়েতে সূর্য্য নিয়ম মত প্রকাশ পাইতেছেন, আর ইহাঁর ভয়েতে ইন্দ্র, বায়ু আর পঞ্চম যে যম তাঁহারা নিয়ম মত আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

এই সংসারে শরীর পতনের পূর্ব্বে যদি এই ব্রহ্মতত্ত্ব

কে জানিতে পারে তবে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আর যদি জানিতে না পারে তবে এই লোক সকলেতে শরীরের গ্রহণ সে পনঃ পুনঃ করে ॥ ৪ ॥

যেমন দর্পণেতে আপনার দর্শন হয়, সেই রূপ এ লোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্ম তত্ত্বের দর্শন হয়, আর যেমন স্বপ্নে আপনাকে দর্শন হয়, সেই রূপ পিতৃলোকে আত্মতত্ত্বের দর্শন হয়, আর যেমন জলেতে আপনাকে দর্শন হয় সেই রূপ গন্ধর্ব্বলোকে আত্ম তত্ত্বের দর্শন হয়, আর যেমন পৃথক্ রূপে ছায়া আর তেজের উপলব্ধি হয়, সেই রূপ ব্রহ্মলোকে আত্ম জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ॥ ৫ ॥

সূর্য্যাদি কারণ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল যে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে ইন্দ্রিয় সকলের উদয় অস্ত সর্ব্বদা হইতেছে, এমন ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয় সকল হইতে মনঃশ্রেষ্ঠ হয়েন, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়েন, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন, জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ৭ ॥

মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয় রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন যাঁহাকে জানিয়া মনুষ্য জীবদ্দশাতে মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং মৃত্যু হইলে মোক্ষ পায় ॥ ৮ ॥

এই পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই আত্মাকে কেবল শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন্‌, তাঁহারাই মুক্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাতে স্থির ভাবে থাকেন, আর বুদ্ধি যখন কোন বাহ্য ব্যাপারেতে আসক্ত হয়েন না, তখন সেই অবস্থাকে পরমগতি করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

এই ইন্দ্রিয়গণকে স্থিররূপে যে ধারণ করা তাহাকে পণ্ডিতেরা যোগ করিয়া কহিয়া থাকেন, এই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্থিরতার নিমিত্তে সেই কালে অত্যন্ত যত্নবান্‌ হই-বেক যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয়, আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায় ॥ ১১ ॥

সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তি রূপে দেখেন তিনিই তাঁহাকে জানেন, যে ব্যক্তি অস্তি রূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায় তাহার জ্ঞান গোচর তিনি কিপ্রকারে হইবেন ॥ ১২ ॥

অস্তি মাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক আর সর্ব্ব

প্রকারে তিনি অনির্ব্বচনীয় এবং নির্ব্বিশেষ ইহা জানি বেক। এই দুইয়ের মধ্যে অস্তি মাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে যথার্থ অনির্ব্বচনীয় প্রকারে তাঁহাকে পশ্চাৎ জানা যায় ॥ ১৩ ॥

বুদ্ধি বৃত্তিতে যে সমুদয় কামনা আছে তাহা যখন জ্ঞানির বুদ্ধি হইতে দূর হয় তখন সে মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া এই লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয় ॥ ১৪ ॥

ইহলোকে যখন পুরুষের হৃদয়ের গ্রন্থি সকল নষ্ট হয় তখনই তাঁহার মুক্তি হয়, এই উপদেশই সমুদয় বেদান্তের সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥

একশত এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে এক নাড়ী মস্তক ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে, মৃত্যু কালে সেই নাড়ীর দ্বারা জীব ঊর্দ্ধ গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত কালান্তরে মুক্তিকে পায়েন, কিন্তু অন্য নাড়ীর দ্বারা জীব নিঃসৃত হইলে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অথচ ব্যাপক আত্মা সর্ব্বদা ব্যক্তি সকলের হৃদয়াকাশে স্থিতি করেন, তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক্ করিবেক, যেমন শরের মুঞ্জ হইতে তাহার সূক্ষ্ম শলাকে পৃথক্ করা যায় ॥ ১৭ ॥

যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগ বিধিকে নাচি কেতা প হইয়া অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন, অন্য ব্যক্তি ও যিনি এই রূপ অধ্যাত্ম বিদ্যাকে জানেন তিনিও অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮ ।

—— —— ——

ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥